গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন
(পেট্রোবাংলা)
কোম্পানি এ্যাফেয়ার্স
www.petrobangla.org.bd

"বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিরাপত্তা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার"

জাতীয় সম্পদ গ্যাসের অপচয় রোধ করে জাতীয় দায়িত্ব পালন করুন

পেট্রোবাংলার ১৩৩তম মাসিক পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	জনেন্দ্র নাথ সরকার চেয়ারম্যান
সভার তারিখ	১৯/০৯/২০২৪
সভার সময়	সকাল ১০.৩০ ঘটিকা
স্থান	অনলাইন ভিডিও সিস্টেম
উপস্থিতি	রেকর্ডেড

২। **আলোচনা:**

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে পেট্রোবাংলার ১৩৩তম মাসিক পর্যালোচনা সভা শুরু করা হয়। সভার শুরুতেই সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানান। অতঃপর, সভাপতির অনুমতিক্রমে পেট্রোবাংলার সচিব (উর্ধ্বতন মহাব্যবস্থাপক) পর্যায়ক্রমে সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

৩। **বিগত মাসিক পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ:**

সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সর্বসম্মতিক্রমে ২৮/০৮/২০২৪ তারিখে ১৩২তম মাসিক পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী সম্পর্কে কোন আপত্তি বা সংশোধনের প্রস্তাব না থাকায়, আলোচ্য কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হয়।

৪। সভায় ২৮/০৮/২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত পেট্রোবাংলার ১৩২তম মাসিক সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিসহ অন্যান্য বিষয় নিয়ে নিম্নরূপ আলোচনা, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

৪.১। **বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন ব্যবস্থাপনা:**

সভাপতি সভায় বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানতে চান যে, ২০২৩ ক্যালেন্ডার বর্ষের শতভাগ এসিআর জমা পড়েছে কিনা এবং কোন বিরূপ মন্তব্য থাকলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা। এ প্রসঙ্গে পরিচালক (প্রশাসন) বলেন যে, বিরূপ মন্তব্যের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণে মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে। বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন ব্যবস্থাপনায় বিরূপ মন্তব্যের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ চলমান রয়েছে। তৎপরিপ্রেক্ষিতে সভাপতি বিরূপ মন্তব্য অবলোপনে মন্ত্রণালয়ের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে বলেন। তিনি আরো বলেন, প্রথমত এসিআর জমা দেয়নি এমন কোনো বিষয় আছে কিনা তা নিরূপণ করতে হবে, জমা না হলে সেটা জমার ব্যবস্থা করতে হবে ও যদি বিধি মোতাবেক জমা দিতে না হয় সেটা নোট রাখতে হবে যে নির্দিষ্ট কারণে এসিআর জমার প্রয়োজনীয়তা নাই এবং দ্বিতীয়ত যে এসিআর গুলো জমা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে যদি কোনো বিরূপ মন্তব্য থাকে সেক্ষত্রে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়ে সেটা দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে যেনো বিরূপ মন্তব্য এর কারণে কোনো সহকর্মী পরবর্তীতে বঞ্চিত না হয়। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করেন।

সভায় কোম্পানিসমূহের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরা হয়, যা নিম্নরূপ:

১	অগ্রগতি ও বাস্তবায়ন
পেট্রোবাংলা	এসিআর-এ বিরূপ মন্তব্য পাওয়া গেলে তা গোপনীয় অনুবেদন অনুশাসনমালা-২০২০ অনুসরণে যথাদ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
বাপেক্স	ব্যবস্থাপক পদমর্যাদার ০১ (এক) জন কর্মকর্তার বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (এসিআর) এর বিরূপ মন্তব্য আগামী ১ (এক) বছরের জন্য বহাল রাখার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পাওয়া গেছে। বর্ণিত কর্মকর্তা উক্ত সিদ্ধান্ত রিভিউয়ের আবেদন করায় পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদনপত্রটি পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়েছে।
বিজিএফসিএল	সভার সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হচ্ছে।
এসজিএফএল	কর্মকর্তা-কর্মচারীর এসিআরে কোনও বিরূপ মন্তব্য নেই।
জিটিসিএল	২০২৩ সালের এসিআরে কোনও ধরণের বিরূপ মন্তব্য নেই।
টিজিটিডিপিসিএল	বিরূপ মন্তব্যযুক্ত এসিআর নাই।
বিজিডিসিএল	কোন কর্মকর্তার ২০২৩ সালের এসিআর-এ বিরূপ মন্তব্য পাওয়া যায়নি।
জেজিটিডিএসএল	নির্দেশনা মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
পিজিসিএল	এসিআরে কোন ধরনের বিরূপ মন্তব্য নেই।
কেজিডিসিএল	কেজিডিসিএল-এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ২০২৩ সালের এসিআরে কোন বিরূপ মন্তব্য নেই।
এসজিসিএল	নির্দেশনা প্রতিপালন করা হচ্ছে।
আরপিজিসিএল	২০২৩ সালের এসিআর-এ কোনো বিরূপ মন্তব্য নেই।
বিসিএমসিএল	বিসিএমসিএল-এর ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ গ্রেডভুক্ত ২ জন কর্মকর্তার ২০২৩ সালের সিআর ফরমে বিরূপ মন্তব্য করা হয়। ইতোমধ্যে ৬ষ্ঠ গ্রেডভুক্ত ১ জন কর্মকর্তার বিরূপ মন্তব্য চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ৪র্থ গ্রেডভুক্ত অপর ১ জন কর্মকর্তার বিরূপ মন্তব্য চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পেট্রোবাংলার মাধ্যমে জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

এমজিএমসিএল	এসিআরে কোন ধরনের বিরূপ মন্তব্য নেই।

সিদ্ধান্তঃ

(১) এসিআর জমা হয়নি এমন কোনো বিষয় আছে কিনা তা নিরূপণ করতে হবে, জমা না হলে সেটা জমার ব্যবস্থা করতে হবে এবং যদি বিধি মোতাবেক জমা দিতে না হয় সেটা নোট রাখতে হবে যে নির্দিষ্ট কারণে এসিআর জমার প্রয়োজনীয়তা নাই।

(১) এসিআরে কোনও ধরণের বিরূপ মন্তব্য থাকলে সেক্ষত্রে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়ে তা দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার মাধ্যমে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

কার্যব্যবস্থায়ঃ

পরিচালক (প্রশাসন), পেট্রোবাংলা।

সকল কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

৪.২। **ডেপ্রিসিয়েশন (Depreciation) ফান্ড ব্যবস্থাপনা:**

সভাপতি সভায় বলেন যে, ডেপ্রিসিয়েশন (Depreciation) ফান্ড নীতিমালা প্রত্যেক কোম্পানির রয়েছে। সকল কোম্পানিকে তাদের নীতিমালা অনুযায়ী ডেপ্রিসিয়েশন (Depreciation) ফান্ড ব্যবহার করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করেন।

সভায় কোম্পানিসমূহের ডেপ্রিসিয়েশন ফান্ড এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরা হয়, যা নিম্নরূপ:

কোম্পানির নাম	সর্বশেষ পর্যন্ত (হালনাগাদ) Depreciation ফান্ডে যত টাকা আছে	মন্তব্য (বিধি মোতাবেক খরচ করছে কিনা)
বাপেক্স	বর্তমানে Depreciation ফান্ডে ২৪২.৮২ কোটি টাকা এবং ডিপ্লিশন (Depletion) ফান্ডে ১৯৪.৯০ কোটি টাকা আছে।	ডেপ্রিসিয়েশন (Depreciation)ফান্ড নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে।
বিজিএফসিএল	৩১.০৭.২০২৪ তারিখে মোট পরিমাণ ১০৩১.৪৩ কোটি টাকা	Depreciation ফান্ডের নীতিমালা অনুযায়ী ফান্ডের অর্থ খরচ করা হচ্ছে।
এসজিএফএল	ঋণাত্বক জের: ৫,১২৯,১৮৬,৮০৮.০০ টাকা (প্রাপ্তব্য ফান্ডের তুলনায় প্রকল্প বাস্তবায়ন/সম্পদ আহরণে অতিরিক্ত ব্যবহার)	বিধি মোতাবেক
জিটিসিএল	৯.১৬ লক্ষ টাকা (কোম্পানির তারল্য সঙ্কট থাকায় Depreciation Fund হিসাবে অর্থ স্থানান্তর করা সম্ভব হয়নি। তারল্য সঙ্কট দূর হলে Fund এ স্থানান্তর করা হবে। Depreciation Fund এ অর্থ স্থানান্তর করা হলে নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবহার করা হবে)	২০/০৭/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৭৮তম বোর্ড সভায় জিটিসিএল অবচয় তহবিল নীতিমালা অনুমোদিত হয়েছে। কোম্পানির তারল্য সংকট নিরসনের পর উক্ত তহবিলে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হবে।
টিজিটিডিপিএলসি	১। সিএ ফার্মের প্রতিবেদন অনুযায়ী ৩০-০৬-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অবচয়ের পরিমাণ ২০৫৭.৮০ কোটি টাকা, যার মধ্যে কোম্পানীর নিজস্ব তহবিল থেকে ৮২৯.২১ কোটি টাকার স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করা হয় এবং অবশিষ্ট ১২২৮.৫৯ (এক হাজার দুইশত আটাশ দশমিক উনষাট মাত্র) কোটি টাকা অবচয় তহবিলে স্থানান্তরযোগ্য বলে উল্লেখ করে। বিনিয়োগযোগ্য ১২২৮.৫৯ কোটি টাকার মধ্যে ৪৭৫.০০ কোটি টাকা উক্ত তহবিলে সংরক্ষিত আছে এবং অবশিষ্ট ৭৫৩.৫৯ কোটি টাকা "অবচয় তহবিল-২০২৩" অনুযায়ী কোম্পানীর পর্যাপ্ত আর্থিক তারল্য থাকা সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে বর্ণিত তহবিল স্থানান্তর করা হবে। (২) অদ্যাবধি অবচয় তহবিল হতে কোন অর্থ ব্যয় করা হয়নি।	বিধি মোতাবেক
বিজিডিসিএল	৩০ জুন ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত Depreciation ফান্ড এর মোট স্থিতি রয়েছে ৪৫৪.৯৯ কোটি টাকা এবং Depreciation ফান্ড নীতিমালা অনুযায়ী ফান্ডের টাকা খরচ করা হবে।	নীতিমালা অনুযায়ী ফান্ডের টাকা খরচ করা হচ্ছে।
জেজিটিডিএসএল	১) নির্দেশনা ও বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। উল্লেখ্য, ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর শেষে ডেপ্রিসিয়েশন ফান্ডে টাকার পরিমাণ **১১৪.৩৯ কোটি টাকা।**	নির্দেশনা মোতাবেক কোম্পানির প্রবর্তিত ডেপ্রিসিয়েশন ফান্ড নীতিমালা অনুযায়ী ডেপ্রিসিয়েশন ফান্ডের টাকা খরচ করার বিধান রয়েছে।
পিজিসিএল	৩১.০৮.২০২৪ তারিখে ডেপ্রিসিয়েশন (Depreciation) ফান্ডে এর স্থিতি টাকা ৯৪,৫৮,৬০,০৬৯.৮৯ মাত্র।	"পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (পিজিসিএল) এর অবচয় তহবিল-২০২০" নীতিমালা অনুযায়ী ফান্ডের অর্থ ব্যবহারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।
কেজিডিসিএল	১২১.৬১ কোটি টাকা	নিরীক্ষিত হিসাব অনুযায়ী জুন ২০২৩ পর্যন্ত Depreciation ফান্ডের স্থিতি ২৫৭.৪৮ কোটি টাকা। তন্মধ্যে কেজিডিসিএল এর নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ফৌজদারহাট-সীতাকুন্ডু-মীরসরাই ৬০ কি.মি. নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশন প্রকল্পে অর্থায়ন করা হয়েছে ১৩৭.০০ কোটি টাকা।
এসজিসিএল	২৭,৪৭,৩৩,১০১.০০ টাকা।	পেট্রোবাংলার নির্দেশনা অনুযায়ী ডেপ্রিসিয়েশন ফান্ডের অর্থ পরিচালনা করা হচ্ছে।
আরপিজিসিএল	৪৮.৫৬ কোটি টাকা স্থিতি রয়েছে (৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)	আরপিজিসিএল-এ বিদ্যমান ডেপ্রিসিয়েশন ফান্ডের নীতিমালা অনুসারে ফান্ডটি পরিচালিত হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছর পর্যন্ত এ ফান্ডে ৪৮.৫৬ কোটি টাকা স্থিতি রয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের চূড়ান্ত হিসাব প্রণয়নের সময় ডেপ্রিসিয়েশন ফান্ডের প্রয়োজনীয় অর্থ স্থানান্তর করা হবে।

বিসিএমসিএল	১০০০.৬৯ কোটি টাকা (Provisional)	বিধি মোতাবেক ডেপ্রিসিয়েশন ফান্ড পরিচালিত হচ্ছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের খসড়া হিসাব অনুযায়ী (Provisional Accounts) অবচয় তহবিলের স্থিতির পরিমাণ ১০০০.৬৯ কোটি টাকা।
এমজিএমসিএল	৮.৫৮ কোটি	ডেপ্রিসিয়েশন ফান্ড নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিবছর ডেপ্রিসিয়েশন-এর টাকা ডেপ্রিসিয়েশন তহবিলে স্থানান্তর করা হয়। গত ৩০/০৬/২০২৩ তারিখে কোম্পানির ডেপ্রিসিয়েশন তহবিলের ব্যাংক জমা এবং এফডিআর বাবদ স্থিতি ছিল (০.২০+৫০.৫০)=৫০.৭০ কোটি টাকা। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে কোম্পানির অর্থের তারল্য সংকটের কারণে পেট্রোবাংলা ওভারহেড খরচ ও জিটিসির বিল পরিশোধের জন্য অবচয় তহবিল হতে (১৫.৫০+১৮.৫০+১৩.৭৫)=৪৭.৭৫ কোটি টাকা কোম্পানির তহবিলে স্থানান্তর/ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে। কোম্পানির বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটলে খুব শীঘ্রই অবচয় তহবিলের ঋণ পরিশোধ করা হবে।

পরিচালক (অর্থ) এসজিএফএল এর Depreciation ফান্ড ঋণাত্মক দেখানোর বিষটি উত্থাপন করলে সভাপতি এসজিএফএল এর Depreciation ফান্ড গণনায় কোনো ত্রুটি আছে কিনা তা নিরূপণ করার জন্য এসজিএফএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক-কে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) ডেপ্রিসিয়েশন (Depreciation) ফান্ড বিধি মোতাবেক খরচ করা হচ্ছে কিনা তার তথ্য পর্যালোচনা সভায় উপস্থাপন করতে হবে।
(২) নীতিমালা অনুযায়ী ডেপ্রিসিয়েশন (Depreciation) ফান্ড ব্যবহার করতে হবে।
(৩) এসজিএফএল এর ঋণাত্মক Depreciation ফান্ড গণনায় কোনো ত্রুটি আছে কিনা তা নিরূপণ করতে হবে।

কার্যব্যবস্থায়ঃ
পরিচালক (অর্থ), পেট্রোবাংলা।
সকল কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

৪.৩। **বিভাগীয় মামলা পরিচালনা:**
সভায় পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের বিভাগীয় মামলাসমূহের বিবরণী সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী সভায় উপস্থাপন করা হয়ঃ

সংস্থা/কোম্পানি	বিগত মাসের জের	চলতি মাসে দায়ের	মোট	চলতি মাসে নিষ্পত্তি	মাস শেষে মোট পেন্ডিং	মন্তব্য
পেট্রোবাংলা	০১	-	০১	-	০১	
বাপেক্স	-	-	-	-	-	
বিজিএফসিএল	০১	-	০১	-	০১	
এসজিএফএল	-	-	-	-	-	
জিটিসিএল	-	-	-	-	-	
টিজিটিডিপিএলসি	কর্মকর্তা ১০ কর্মচারী ০৭	কর্মকর্তা ০০ কর্মচারী ০০	কর্মকর্তা ১০ কর্মচারী ০৭	কর্মকর্তা ০৬ কর্মচারী ০০	কর্মকর্তা ০৪ কর্মচারী ০৭	**মোট বিভাগীয় মামলা ১১টি :** * ০২টি মামলা বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। * অবশিষ্ট ০৯টি মামলা বিভাগীয় তদন্ত কমিটির নিকট তদন্তাধীন রয়েছে।
বিজিডিসিএল	কর্মকর্তা ০২ কর্মচারী ০২	কর্মকর্তা ০১ কর্মচারী ০০	কর্মকর্তা ০৩ কর্মচারী ০২	কর্মকর্তা ০০ কর্মচারী ০১	কর্মকর্তা ০৩ কর্মচারী ০১	**কর্মকর্তা:** ০২ (দুই) টি বিভাগীয় মামলায় গঠিত বিভাগীয় তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অপর ০১(এক) টি বিভাগীয় মামলা চলতি মাসে দায়ের হয়েছে। **কর্মচারী:** * ০১(এক) টি বিভাগীয় মামলা তদন্ত কমিটির নিকট তদন্তাধীন রয়েছে।
জেজিটিডিএসএল	-	-	-	-	-	-
পিজিসিএল	০১	-	০১	-	০১	বর্তমানে ১টি বিভাগীয় মামলা চলমান রয়েছে। উক্ত বিভাগীয় মামলার জন্য গঠিত তদন্ত কমিটি কর্তৃক তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে যা পরিচালনা পর্ষদ এর সভায় উপস্থাপন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। পরিচালনা পর্ষদ সভার সিদ্ধান্ত প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
কেজিডিসিএল	কর্মকর্তা ০৮ কর্মচারী ০১	কর্মকর্তা ০০ কর্মচারী ০০	কর্মকর্তা ০৮ কর্মচারী ০১	কর্মকর্তা ০৩ কর্মচারী ০০	কর্মকর্তা ০৫ কর্মচারী ০১	
এসজিসিএল	-	-	-	-	-	-
আরপিজিসিএল	-	-	-	-	-	

বিসিএমসিএল	০৪ টি	-	০৪ টি	-	০৪ টি	
এমজিএমসিএল	২	-	২	১	১	বর্তমানে কোম্পানিতে ১টি বিভাগীয় মামলা চলমান রয়েছে।
মোট	**৩৯**	**১**	**৪০**	**১১**	**২৯**	

টিজিটিডিপিএলসি-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, টিজিটিডিপিএলসি-এর মোট ১৬টি বিভাগীয় মামলার মধ্যে ০৫ টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে এবং চলতি মাসে কোন মামলা

দায়ের হয়নি। তৎপরিপ্রেক্ষিতে সভাপতি বলেন যে, বিভাগীয় মামলা পদ্ধতিগতভাবে দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। যদি বিভাগীয় মামলায় তদন্তের সময় প্রকৃত ত্রুটি খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে তার বিচার নিশ্চিত করতে হবে এবং ত্রুটি খুঁজে না পাওয়া গেলে অযথা হয়রানি না করে দ্রুত মামলা থেকে অব্যাহতি দিতে হবে। বিভাগীয় মামলায় সংশ্লিষ্ট তদন্ত কমিটির সুপারিশ এবং অভিযুক্তের আত্মপক্ষ সমর্থনের শুনানির ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী পুনঃতদন্ত এর সিদ্ধান্ত নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ নিবেন। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র অভিযুক্তের আবেদনের প্রেক্ষিতে একাধিক পুনঃতদন্ত করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) বিভাগীয় মামলায় সংশ্লিষ্ট তদন্ত কমিটির সুপারিশ এবং অভিযুক্তের আত্মপক্ষ সমর্থনের শুনানির ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী পুনঃতদন্ত এর সিদ্ধান্ত নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ নিবেন এবং এক্ষেত্রে শুধুমাত্র অভিযুক্তের আবেদনের প্রেক্ষিতে একাধিক পুনঃতদন্ত করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

(২) বিভাগীয় মামলা পদ্ধতিগতভাবে দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। যদি বিভাগীয় মামলায় তদন্তের সময় প্রকৃত ত্রুটি খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে তার বিচার নিশ্চিত করতে হবে এবং ত্রুটি খুঁজে না পাওয়া গেলে অযথা হয়রানি না করে দ্রুত মামলা থেকে অব্যাহতি দিতে হবে।

কার্যব্যবস্থায়ঃ

পরিচালক (প্রশাসন), পেট্রোবাংলা।

সকল কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

৪.৪। **অবৈধ গ্যাস সংযোগের বিরুদ্ধে অভিযান:**

পেট্রোবাংলার আওতাধীন বিতরণ কোম্পানিসমূহের অবৈধ গ্যাস সংযোগের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান সংক্রান্ত জুন/২০২৪ মাসের তথ্যাদি সভায় উপস্থাপন করা হয়, যা নিম্নরূপ:

কোম্পানির নাম	সময়কাল	অভিযানের সংখ্যা	বিচ্ছিন্নকৃত সংযোগের সংখ্যা	বিচ্ছিন্নকৃত বার্নারের সংখ্যা	অপসারণকৃত পাইপলাইনের দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	অবৈধ সংযোগের বিপরীতে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্তব্য
টিজিটিডিপিএলসি	আগষ্ট'২৪	০১টি	২০টি	৪০টি	০১ কি. মি.	নেই	অবৈধ গ্যাস ব্যবহার সনাক্তকরণ এবং উচ্ছেদ অভিযান কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। আগষ্ট, ২০২৪ মাসে অবৈধ ব্যবহারের কারণে ০১টি সংযোগ (বার্নার) বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। উক্ত সময়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিত ০১টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ০১ কি. মি. অবৈধ পাইপ লাইন অপসারণ করা হয়েছে। **জুন, জুলাই আগষ্ট,২০২৪ মাসে** (১) জনাব মো. শাহাদত হোসেন, অফিস সহায়ককে ২৭/৬/২০২৪ তারিখে চাকুরী হতে বরখাস্ত (Dismissal) করা হয়েছে। (২) জনাব মো. এনামূল হক (০৯৮৮৯) এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা চলমান।
বিজিডিসিএল	আগস্ট-২০২৪	৩৫	১০	৭৩	০	০১	অবৈধ গ্যাস সংযোগ এর সাথে জড়িত থাকার কারনে আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত ০৪ জন কর্মকর্তা ও ০৩ জন কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়েছে। এছাড়া ০১ জানুয়ারি ২০২৪ হতে ৩১ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত ০২ জন কর্মকর্তা ও ০২ জন কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রশাসনিক তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।
জেজিটিডিএসএল	আগস্ট-২০২৪	০৫টি	০১টি	০১টি	পাওয়া যায়নি	নাই	প্রয়োজন হয়নি।
পিজিসিএল	আগস্ট ২০২৪ মাসে	২০	০৪	১০	০	০	পিজিসিএল-এর বিতরণভুক্ত এলাকায় কোন অবৈধ গ্যাস সংযোগ বা অবৈধভাবে স্থাপিত পাইপলাইনের অস্তিত্ব পাওয়া যায় নাই। তবেনিয়মিত পরিদর্শনকালে বৈধ গ্রাহক কর্তৃক অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়ায় উক্ত ০৪ জন গ্রাহকের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়।
কেজিডিসিএল	আগস্ট ২০২৪	৫৩টি	০১টি আবাসিক শ্রেণি	০৪টি	নাই	নাই	আগস্ট ২০২৪ মাসে মোট ৫৩টি অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে অবৈধ কার্যকলাপের দায়ে ১টি আবাসিক শ্রেণির (সর্বমোট ৪টি বার্ণার) গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়।
এসজিসিএল	আগস্ট ২০২৪	০৩ (তিন)	০ (শূন্য)	০(শূন্য)	০(শূন্য)	০(শূন্য)	
মোট		**১১৭**	**৩৬**	**১২৮**	**১**	০১	

সভাপতি এ প্রসঙ্গে বলেন যে, অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার পর অবৈধ সংযোগ পুনরায় চালু করা হচ্ছে। সংযোগ বিচ্ছিন্নের পর আবার পুনরায় সংযোগ চালু রোধ করতে উচ্ছেদের দায়িত্বে যেসব কর্মকর্তারা রয়েছে সভাপতি তাদের আরও উদ্যমী হতে পরামর্শ প্রদান করেন। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) সকল বিতরণ কোম্পানিকে নিয়মিত অবৈধ গ্যাস সংযোগের বিষয়ে কঠোর অবস্থান নিয়ে বিচ্ছিন্নকরণ অভিযান, অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের পর পুনঃরায় অবৈধ সংযোগ গ্রহণের চেষ্টা প্রতিহত করতে নিয়মিত ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা, জরিমানা আদায় ও অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

কার্যব্যবস্থায়ঃ

পরিচালক (অপারেশন এন্ড মাইন্স), পেট্রোবাংলা।

সকল বিতরণ কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

৪.৫। **পিএসসি পরিদপ্তর সংক্রান্ত:**

সভাপতি সভায় পিএসসি পরিদপ্তরের চলমান কাজসমূহের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চান। এ প্রসঙ্গে পরিচালক (পিএসসি) বলেন যে, অনশোর পিএসসির কনসালটেন্ট নিয়োগের বিষয়টি আজকে পরিচালনা পর্ষদের মিটিং এ উপস্থাপন করা হবে। বোর্ড অনুমোদন সাপেক্ষে অনশোর পিএসসির কনসালটেন্ট নিয়োগ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা হবে। তৎপ্রেক্ষিতে সভাপতি বলেন যে, অনশোর পিএসসির ক্ষেত্রে বোর্ড অনুমোদন পরবর্তীতে দ্রুত কনসালটেন্ট নিয়োগ এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ইতিমধ্যে অফশোর পিএসসির বিড সাবমিশন এর সময়সীমা ডিসেম্বর'২০২৪ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে এবং এক্ষেত্রে পরবর্তী মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সভাপতি সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ প্রদান করেন। এছাড়াও, সভাপতি রিগ শিডিউলিং এর ক্ষেত্রে রিগ সংখ্যা বাড়ানোর জন্য রিগ কেনা অথবা কেনার পরিবর্তে ভাড়া নেয়া যায় কিনা সে বিষয়ে পরিচালনা পর্ষদে বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য বাপেক্স-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক-কে পরামর্শ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) বোর্ড অনুমোদন সাপেক্ষে দ্রুত অনশোর পিএসসির কনসালটেন্ট নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(২) অফশোর পিএসসির বিড সাবমিশন এর বর্ধিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পরে বিড মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

(৩) রিগ শিডিউলিং এর ক্ষেত্রে রিগ সংখ্যা বাড়ানোর জন্য রিগ কেনা অথবা কেনার পরিবর্তে ভাড়া নেয়া যায় কিনা সে বিষয়ে বাপেক্স-এর পরিচালনা পর্ষদে বিস্তারিত আলোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৪) পিএসসি পরিদপ্তর সংক্রান্ত এজেন্ডাটি পেট্রোবাংলার মাসিক পর্যালোচনা সভার এজেন্ডা হতে বাদ দিয়ে পেট্রোবাংলার অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভার এজেন্ডায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(৫) বাপেক্স-এর রিগ শিডিউলিং সক্রান্ত নতুন এজেন্ডা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

কার্যব্যবস্থায়ঃ

পরিচালক (পিএসসি), পেট্রোবাংলা।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাপেক্স।

৪.৬। **কয়লা উৎপাদন:**

মাসিক কয়লা উত্তোলনের পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী সভায় উপস্থাপন করা হয়ঃ

কোম্পানির নাম	আগস্ট-২০২৪ মাসে কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ (টন)	আগস্ট-২০২৪ মাসে বিক্রয়ের পরিমাণ (টন)	২০২৪-২৫ অর্থবছরে আগস্ট-২০২৪ মাস পর্যন্ত অর্জন (টন)	২০২৪-২৫ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা (টন)
বিসিএমসিএল	১,১২,৪১৩.৪৭৯	১,১২,৪১৩.৪৭৯	১,২১,৩৩৮.৭৬	৬,৫০,০০০.০০

বিসিএমসিএল-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, আগস্টের ৮ তারিখ হতে কয়লা উত্তোলন চলমান রয়েছে। দৈনিক ৪০০০ থেকে ৪৫০০ টন কয়লা উত্তলিত হচ্ছে। চলতি অর্থ বছরে কয়লা উত্তোলনের টার্গেট ৬,৫০,০০ টন এবং আগষ্ট পর্যন্ত উত্তোলিত হয়েছে ১,২১,০০০ টন। সভাপতির প্রশ্নের প্রেক্ষিতে তিনি বলেন যে, পিডিবির চাহিদা অনুযায়ী সময়মত কয়লা সরবারহ করা হচ্ছে এবং পর্যাপ্ত কয়লা মজুদ রয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে সভাপতি নিরবচ্ছিন্ন কয়লা উৎপাদনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) কয়লা উত্তোলন ও বিক্রির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।

কার্যব্যবস্থায়ঃ

পরিচালক (অপারেশন এন্ড মাইন্স), পেট্রোবাংলা।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিসিএমসিএল।

৪.৭। **পাথর উৎপাদন:**

মাসিক পাথর উত্তোলনের পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী সভায় উপস্থাপন করা হয়ঃ

কোম্পানির নাম	আগস্ট/২০২৪ মাসের উৎপাদনের পরিমাণ	আগস্ট/২০২৪ মাসের বিক্রয়ের পরিমাণ	২০২৪-২৫ অর্থবছরে আগস্ট/২০২৪ পর্যন্ত উৎপাদনের অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা	২০২৪-২৫ অর্থবছরে উৎপাদনের মোট লক্ষ্যমাত্রা	মন্তব্য
এমজিএমসিএল	৯৬,০৩৬.০১ মে.টন	৩৫,৫৩১.০০ মে.টন	২,৪২,০৬৬.৪৭ মে.টন	১৫,৩২,০০০.০০ মে.টন	

এমজিএমসিএল-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, বর্তমানে ৯,৮৭,০০০টন পাথর মজুত রয়েছে। দৈনিক ৫০০০ টন পাথর উত্তলিত হচ্ছে এবং জুলাই মাস, আগস্ট মাস এবং সেপ্টম্বর মাসের ১৮ তারিখ পর্যন্ত যথাক্রমে ৬৩,০০০ টন, ৩৫,০০০ টন এবং ১,০৮,০০০ টন পাথর বিক্রি হয়েছে। পাথর বিক্রি বৃদ্ধির চেষ্টা চলমান রয়েছে। সভাপতি এ প্রসঙ্গে বলেন যে, পাথর বিক্রি করার জন্য নতুন নতুন পরিকল্পনা করতে হবে। উদ্ভাবনী দক্ষতার সাথে বিক্রির পরিমাণ বাড়াতে হবে। আমাদের দেশের বিভিন্ন নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত পাথরের জনপ্রিয় সাইজ তৈরির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কন্ট্রাক্টরদের এর সাথে আলোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সভাপতি এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) পাথর উত্তোলন ও বিক্রির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।

(২) আমাদের দেশের বভিন্ন নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত পাথরের জনপ্রিয় সাইজ তৈরির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কন্ট্রাক্টরদের সাথে আলোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

কার্যব্যবস্থায়ঃ

পরিচালক (অপারেশন এন্ড মাইন্স)।
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এমজিএমসিএল।

৪.৮। **দেশীয় গ্যাসের উৎপাদন:**

সভায় দেশীয় গ্যাসের উৎপাদনের পরিমাণ তুলে ধরা হয়, যা নিম্নরূপঃ

কোম্পানির নাম	চলতি মাসে উৎপাদনের পরিমাণ (আগস্ট-২০২৪)		২০২৪-২৫ অর্থবছরের চলতি মাস পর্যন্ত অর্জন		২০২৪-২৫ অর্থবছরের মোট উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা	
	দৈনিক গড় উৎপাদন (এমএমসিএফডি)	মাসিক মোট উৎপাদন (এমএমসিএম)	দৈনিক গড় উৎপাদন (এমএমসিএফডি)	চলতি মাস পর্যন্ত মোট উৎপাদন (এমএমসিএম)	দৈনিক গড় লক্ষ্যমাত্রা (এমএমসিএফডি)	অর্থবছরের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা (এমএমসিএম)
বাপেক্স	১১৮.৭১	১০৮.২১	২৪০.০১	২১০.৬৯	১০৯.৫৯	১১৩২.৬৭
বিজিএফসিএল	৫৪৮	৪৮০.৬৪৯	৫৫০	৯৬৫.৪৩৩	৫০২	৫১৮৬.৯৮৬
এসজিএফএল	১৩০.৯৯	১১৪.৯৮৭	১২৫.৯৩	২২১.০৮৬	১০৫.৮৯৫	১০৯৪.৪৮৯
মোট	৭৯৭.৭	৭০৩.৮৪৬	৯১৫.৯৪	১৩৯৭.২০৯	৭১৭.৪৮৫	৭৪১৪.১৪৫

একনেকে পাশ হওয়া ০৪টি কূপ খনন প্রকল্প বিষয়ে বাপেক্স-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, বেগমগঞ্জ থেকে রিগ জামালপুর এ প্রেরণ করা হবে এবং জকিগঞ্জ থেকে রিগ শ্রীকাইল এ প্রেরণ করা হবে। এসজিএফএল-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক শীঘ্র সিলেট-৭ এবং সিলেট-১০ এর কাজ শুরু করতে পারবেন বলে সভাকে অবহিত করেন। জিটিসিএল-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, বাখরাবাদ- মেঘনাঘাট- হরিপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প এর মিটারিং এর চুক্তি স্বাক্ষর বিষয়ে গতকাল অনুমোদন পাওয়া গেছে। পরিচালক (পরিকল্পনা) সভায় উল্লেখ করেন যে, প্ল্যানিং কমিশন থেকে বাপেক্স, এসজিএফএল, বিজিএফসিএল ও জিটিসিএল সংক্রান্ত ১১টি ডিপিপি অতি দ্রুত প্রেরণের জন্য তাগাদা দেয়া হয়েছে। সভাপতি এ প্রসঙ্গে বলেন যে, উক্ত ১১টি ডিপিপি আগামী মঙ্গলবার (২৪-০৯-২০২৪) এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট কোম্পানিসমূহ হতে পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করতে হবে। দেশীয় গ্যাসের উৎপাদন বাড়াতে নতুন নতুন কর্ম পরিকল্পনা নিয়ে সংশ্লিষ্ট কোম্পানিকে এগিয়ে আসতে হবে। দেশীয় গ্যাসের উৎপাদন বাড়াতে সম্ভাবনার ক্ষেত্র যতই ছোট হোক সেই সম্ভাবনার ক্ষেত্র গভীরতার সাথে যাচাই করতে হবে। সভাপতি এই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) প্ল্যানিং কমিশনে প্রেরণের জন্য বাপেক্স, এসজিএফএল, বিজিএফসিএল ও জিটিসিএল সংক্রান্ত ১১টি ডিপিপি আগামী মঙ্গলবার (২৪-০৯-২০২৪) এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট কোম্পানিসমূহ হতে পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করতে হবে।

(২) দেশীয় গ্যাসের উৎপাদন বাড়াতে নতুন নতুন কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

কার্যব্যবস্থায়ঃ

পরিচালক (পিএসসি)।
পরিচালক (অপারেশন এন্ড মাইন্স)।
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জিটিসিএল।
সকল উৎপাদন কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

৪.৯। **নিয়োগ ও পদোন্নতি:**

সভায় পেট্রোবাংলা ও সকল কোম্পানির ৯ম ও ১০ম গ্রেডের কর্মকর্তা কেন্দ্রীয়ভাবে পেট্রোবাংলা কর্তৃক বাছাই প্রক্রিয়া গ্রহণের বিষয়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরা হয়, যা নিম্নরূপ:

কোম্পানির নাম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
পেট্রোবাংলা	কারিগরি পদের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করে ভাইভার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে।
বাপেক্স	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোম্পানি পর্যায়ে প্রযোজ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
বিজিএফসিএল	নিয়োগের কার্যক্রম পেট্রোবাংলার মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে সম্পন্ন করা হচ্ছে।
এসজিএফএল	নিয়োগের কার্যক্রম পেট্রোবাংলার মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে সম্পন্ন করা হচ্ছে।
জিটিসিএল	নিয়োগের কার্যক্রম পেট্রোবাংলার মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে সম্পন্ন করা হচ্ছে।
টিজিটিডিপিএলসি	৯ম ও ১০ম গ্রেডে সরাসরি জনবল নিয়োগের জন্য সহকারি ব্যবস্থাপক (হিসাব), সহকারি কর্মকর্তা (সাধারন) ও সহকারি কর্মকর্তা (হিসাব) পদে মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচী সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ০৮/৯/২০২৪ তারিখে কোম্পানির ওয়েবসাইটে এবং ১০/০৯/২০২৪ তারিখে পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে।
বিজিডিসিএল	পেট্রোবাংলা কর্তৃক গঠিত সমন্বিত নিয়োগ কমিটির মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিচালিত হচ্ছে যার কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং যেকোন নিয়োগ প্রক্রিয়া শতভাগ স্বচ্ছ, নিখুঁত ও ত্রুটিমুক্ত রাখতে বিজিডিসিএল বদ্ধপরিকর।
জেজিটিডিএসএল	নিয়োগের কার্যক্রম পেট্রোবাংলার মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে সম্পন্ন করা হচ্ছে।
পিজিসিএল	পিজিসিএল-এর সকল নিয়োগ প্রক্রিয়া শতভাগ স্বচ্ছ, নিখুঁত ও ত্রুটিমুক্ত হয়ে থাকে এবং ভবিষ্যতে তা অব্যাহত থাকবে।
কেজিডিসিএল	নিয়োগের কার্যক্রম পেট্রোবাংলার মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে সম্পন্ন করা হচ্ছে।
এসজিসিএল	নিয়োগের কার্যক্রম পেট্রোবাংলার মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে সম্পন্ন করা হচ্ছে।
আরপিজিসিএল	নিয়োগের কার্যক্রম পেট্রোবাংলার মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে সম্পন্ন করা হচ্ছে।
বিসিএমসিএল	নিয়োগের কার্যক্রম পেট্রোবাংলার মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে সম্পন্ন করা হচ্ছে।
এমজিএমসিএল	নিয়োগের কার্যক্রম পেট্রোবাংলার মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে সম্পন্ন করা হচ্ছে।

সভাপতি সভায় সমন্বিত নিয়োগের অগ্রগতির বিষয়ে জানতে চান। এ প্রসঙ্গে পরিচালক (প্রশাসন) বলেন যে, কারিগরি পদ সমূহের মৌখিক পরীক্ষা ২৯-০৯-২০২৪ তারিখ হতে শুরু হবে।ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ কর্তৃক প্রশাসন, অর্থ ও কারিগরি ক্যাডারের মোট ০৯টি ক্যাটাগরির পদের ২০-০৯-২০২৪ ও ২৭-০৯-২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য লিখিত পরীক্ষাসমূহ অনিবার্য কারণবশত স্থগিত করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে সভাপতি বলেন যে, সমন্বিত নিয়োগ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে এবং যেকোন নিয়োগ প্রক্রিয়া শতভাগ স্বচ্ছ, নিখুঁত ও ত্রুটিমুক্ত নিশ্চিত করতে হবে। তিনি পরিচালক (প্রশাসন)-কে স্থগিত লিখিত পরীক্ষাসমূহ অক্টোবর মাস অথবা সম্ভাব্য নিকটবর্তী সময়ে নেয়ার জন্য আইবিএ এর সাথে আলোচনাক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) সমন্বিত নিয়োগ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে এবং যেকোন নিয়োগ প্রক্রিয়া শতভাগ স্বচ্ছ, নিখুঁত ও ত্রুটিমুক্ত নিশ্চিত করতে হবে।

(২) স্থগিত লিখিত পরীক্ষাসমূহ অক্টোবর মাস অথবা সম্ভাব্য নিকটবর্তী সময়ে নেয়ার জন্য আইবিএ-এর সাথে আলোচনাক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

কার্যব্যবস্থায়ঃ

পরিচালক (প্রশাসন), পেট্রোবাংলা।

৪.১০। **বিচারাধীন মামলা:**

সভায় পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের জুলাই,২০২৪ মাসের চলমান মামলাসমূহের বিবরণী উপস্থাপন করা হয় যা নিম্নরূপঃ

সংস্থা/কোম্পানিসমূহের নাম	জুলাই, ২০২৪ মাস পর্যন্ত মামলার সংখ্যা	আগস্ট, ২০২৪ মাসে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা		মোট মামলা	আগস্ট, ২০২৪ মাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা		৩১/৮/২০২৪ পর্যন্ত অবশিষ্ট মামলা
		পক্ষে	বিপক্ষে		পক্ষে	বিপক্ষে	
পেট্রোবাংলা	৩১+৩টি*=৩৪টি	-	-	৩১+৩টি*=৩৪টি	২টি	-	২৯+৩টি*=৩২টি
টিজিটিডিপিএলসি	১২৪০টি	-	১৫টি	১২৫৫টি	৯টি	১টি	১২৪৫টি
বিজিডিসিএল	৫৫৯টি	৫টি	২টি	৫৬৬টি	৭টি	-	৫৫৯টি
জেজিটিডিএসএল	১১৪টি	-	-	১১৪টি	১টি	-	১১৩টি
পিজিসিএল	৫২ টি	১টি	-	৫৩টি	-	-	৫৩ টি
বিজিএফসিএল	৪৩টি	-	-	৪৩টি	-	-	৪৩টি
কেজিডিসিএল	২৪০টি	১টি	১টি	২৪২টি	১টি	-	২৪১টি
এসজিএফএল	১৬টি	-	-	১৬টি	-	-	১৬টি
জিটিসিএল	৩৭ টি	-	১টি	৩৮ টি	২টি	-	৩৬টি
বাপেক্স	৫৬টি	-	-	৫৬টি	-	-	৫৬টি
আরপিজিসিএল	১২ টি	-	-	১২টি	-	-	১২ টি
বিসিএমসিএল	২৬টি	১টি	-	২৭টি	-	-	২৭টি
এমজিএমসিএল	১৩ টি	-		১৩টি	-	-	১৩ টি
এসজিসিএল	১৬ টি	-	-	১৬ টি	-	-	১৬ টি
মোট	২৪৫৮ টি	৮টি	১৯টি	২৪৮৫ টি	২২টি	১টি	২৪৬২ টি

* ICSID-এ নাইকো রিসোর্সেস (বাংলাদেশ) লিঃ এবং Tullow Bangladesh Limited (বর্তমানে KrisEnergy Bangladesh Limited)-এর বিপক্ষে বাংলাদেশের ৩ টি মামলা চলমান রয়েছে।

সভাপতি সভাকে বলেন যে, বিচারাধীন মামলার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলোকে তাদের সকল আইনজীবীদের সাথে বসে কেন মামলাগুলি দ্রুত নিষ্পত্তি হচ্ছে না তা নিরূপণ করতে হবে। কোম্পানিগুলোতে মামলা সংক্রান্ত নথির ক্ষেত্রে যেসকল কর্মকর্তা দায়িত্বপ্রাপ্ত তাদের মামলা নিষ্পত্তিকরণে ইনোভেটিভ অ্যাপ্রোচ গ্রহণ করতে হবে। তিনি আরও বলেন যে, মামলা যেমনই হোক, মামলাগুলি দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। মামলার মাধ্যমে বকেয়া আদায় এবং অবৈধ সংযোগ যেন বন্ধ হয় সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সভাপতি সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিগুলোর বিচারাধীন মামলাগুলি দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। মামলার মাধ্যমে বকেয়া আদায় এবং অবৈধ সংযোগ যেন বন্ধ হয় সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

কার্যব্যবস্থায়ঃ

সচিব, পেট্রোবাংলা।

সকল কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

৪.১১। **স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো:**

পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানিসমূহে স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো প্রণয়নের বিষয়ে আলোচনা হয় এবং এ বিষয়ের বর্তমান বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন তুলে ধরা হয়, যা নিম্নরূপ:

কোম্পানির নাম	অগ্রগতি ও বাস্তবায়ন
বাপেক্স	বাপেক্সে স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো প্রণয়নের নিমিত্ত কোম্পানির আর্থিক সক্ষমতা নিরুপণের লক্ষ্যে গত ২১-০৪-২০২৪ তারিখে একটিActuary Firm-কে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
বিজিএফসিএল	সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোম্পানির আর্থিক সক্ষমতা নিরুপণের নিমিত্ত একচুয়ারি ফার্ম নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
এসজিএফএল	সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড এ স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো চালুর লক্ষ্যে কোম্পানির আর্থিক সক্ষমতা নিরূপনের নিমিত্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান মেসার্স এ্যাকচুয়ারি বাংলাদেশ কে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করা হলে কার্যাদেশে বর্ণিত সময়সীমায় কাজটি সম্পাদন সম্ভব নয় মর্মে একটি পত্রের মাধ্যমে আরো ২ মাস সময় বর্ধিতকরণের আবেদন করে যা কোম্পানি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।
জিটিসিএল	কোম্পানির আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
টিজিটিডিপিএলসি	স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো প্রণয়নের উদ্দেশ্যে কোম্পনির আর্থিক সক্ষমতা নিরুপনের লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছিল। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান তাদের প্রতিবেদন দাখিল করেছেন।
বিজিডিসিএল	সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হবে।

জেজাটাডএসএল	স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো প্রণয়নের লক্ষ্যে কোম্পানির স্থায়ী সম্পদ পুনর্মূল্যায়নের জন্য নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান M/S SF Ahmed, Chartered Accountants, House 51 (2nd and 3rd Floors), Road 09, Block F, Banani, Dhaka-1213 দ্বারা কোম্পানির স্থায়ী সম্পদ পুনর্মূল্যায়ন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা হয় এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত জেজিটিডিএসএল-এর Asset re-valuation এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন ইতোমধ্যে কোম্পানির ৫০৮তম পরিচালনা পর্ষদ সভায় অনুমোদিত হয়।
পিজিসিএল	স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো প্রণয়নে পেট্রোবাংলার নির্দেশনা অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
কেজিডিসিএল	স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কোম্পানির আর্থিক সক্ষমতা নিরূপণের জন্য নিয়োগকৃত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইতোমধ্যে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। এতদসংক্রান্ত একটি প্রস্তাব কেজিডিসিএল কর্তৃক পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হবে।
এসজিসিএল	স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো প্রণয়নের লক্ষ্যে সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক গঠিত কমিটি ইতোমধ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছে। পরবর্তীতে কোম্পানি পর্যায়ে স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো সংক্রান্ত বিষয়ে পর্যালোচনা করা হচ্ছে। এ সংক্রান্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
আরপিজিসিএল	স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো প্রণয়নের লক্ষ্যে আরপিজিসিএল-এর আর্থিক সক্ষমতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে নিয়োগকৃত ফার্ম একচুয়ারি বাংলাদেশ কর্তৃক ইতোমধ্যে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। আরপিজিসিএল এর বোর্ড সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে স্মার্ট সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়নের কাজ চলমান আছে। সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের পর স্বতন্ত্র বেতন কাঠামোর প্রস্তাব উপস্থাপন করা হবে।
বিসিএমসিএল	স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো প্রণয়নের উদ্দেশ্যে কোম্পানির আর্থিক সক্ষমতা নিরূপণের লক্ষ্যে নিয়োগকৃত 'এ্যাকচুয়ারি বাংলাদেশ' নামক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটির দাখিলকৃত চূড়ান্ত প্রতিবেদন গত ০৪ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে কোম্পানির অর্থ ও হিসাব বিভাগের মাধ্যমে প্রশাসন বিভাগে প্রেরণ করা হয়। কোম্পানিতে স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো চালুর বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।
এমজিএমসিএল	স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক সক্ষমতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে "একচুয়ারি বাংলাদেশ, গুলশান, ঢাকা-১২১২"কে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। সে অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সভাপতি বলেন যে, স্বতন্ত্র বেতন কাঠামোর বিষয়ে নীতিগত ভাবে পেট্রোবাংলা একমত। টিজিটিডিপিএলসি স্বতন্ত্র বেতনের দ্রুত একটি কাঠামো তৈরি করতে পারলে অন্য কোম্পানিগুলোও সেই কাঠামো অনুসরণ করতে পারবে। এ প্রসঙ্গে টিজিটিডিপিএলসি-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, স্বতন্ত্র বেতনের একটি খসড়া কাঠামো তৈরি করা হয়েছে যা পরবর্তী বোর্ড মিটিং-এ উত্থাপিত হবে। তৎপ্রেক্ষিতে সভাপতি স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো গঠনের মাধ্যমে কোম্পানিগুলোকে স্মার্ট কোম্পানি হিসেবে গড়ে তুলতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) স্বতন্ত্র বেতন কাঠামোর বিষয়ে নীতিগত ভাবে পেট্রোবাংলা একমত। টিজিটিডিপিএলসি-কে আরও দ্রুততার সাথে স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো চালুর কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং একইসাথে অন্য কোম্পানিগুলোও স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো চালুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

কার্যব্যবস্থায়ঃ

সকল কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

৪.১২। **বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি:**

পেট্রোবাংলা ও আওতাধীন কোম্পানিসমূহে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বিষয়ের বর্তমান বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন তুলে ধরা হয়, যা নিম্নরূপ:

কোম্পানির নাম	অগ্রগতি ও বাস্তবায়ন
বাপেক্স	APA এর অগ্রগতি এ পর্যন্ত সন্তোষজনক রয়েছে। একই সাথে পেট্রোবাংলার APA সংক্রান্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।
বিজিএফসিএল	সভার সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হচ্ছে। এছাড়া, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরেএপিএ-এর শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
এসজিএফএল	গত অর্থবছরে এসজিএফএল-এর এপিএ'র সকল সূচক শতভাগ অর্জিত হয়েছে।
জিটিসিএল	২০২৩-২৪ অর্থ বছরে এপিএ এর অর্জনে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে পিছিয়ে নেই।
টিজিটিডিপিএলসি	২০২৩-২৪ অর্থবছরে এপিএ'র পেট্রোবাংলার চাহিদাকৃত কাগজপত্র বার্ষিক প্রতিবেদন আকারে ইতোমধ্যে পেট্রোবাংলায় দাখিল করা হয়েছে।
বিজিডিসিএল	গত অর্থবছরের এপিএ শতভাগ অর্জিত হয়েছে। তা প্রমাণকসহ APAMS সফটওয়্যারে আপলোড করা হয়েছে। বর্তমানে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের এপিএ অর্জনে যথাযথভাবে কাজ করা হচ্ছে। আগস্ট ২০২৪ মাস পর্যন্ত বিজিডিসিএল-এর অর্জিত সূচক ৪.৪৫।
জেজিটিডিএসএল	গত অর্থবছরের এপিএ মূল্যায়ন যেন সঠিকভাবে মূল্যায়িত হয় এবং জেজিটিডিএসএল ও পেট্রোবাংলার মধ্যে সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (এপিএ) লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনের লক্ষ্যে অত্র কোম্পানি কর্তৃক অভ্যন্তরীণ সভা আয়োজন করাসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
পিজিসিএল	নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
কেজিডিসিএল	গত অর্থবছরের এপিএ মূল্যায়ন কার্যক্রম পেট্রোবাংলার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কোম্পানির ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনে কোন পয়েন্টে পিছিয়ে থাকলে তা অভ্যন্তরীণ সভা আয়োজন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগকে পত্র দিয়ে সমাধানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
এসজিসিএল	২০২৩-২৪ অর্থবছরের এপিএ মূল্যায়নের জন্য প্রমাণকসহ পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়েছে, যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এসজিসিএল-এর মাসিক সমন্বয় সভায় এপিএ-কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
আরপিজিসিএল	গত অর্থবছরে কোম্পানির এপিএ-এর শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়ে পর্যালোচনা সভা আয়োজন করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
বিসিএমসিএল	বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (বিসিএমসিএল) এর ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-এর লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ (১০০%) অর্জিত হয়েছে।
এমজিএমসিএল	এমজিএমসিএল-এর ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)'র লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ (১০০%) অর্জিত হয়েছে।

সভাপতি বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ে জানতে চাইলে পরিচালক (প্রশাসন) বলেন যে, এপিএ শতভাগ অর্জনে সম্মিলিত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলমান রয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে সভাপতি বলেন যে, গত অর্থবছরের এপিএ মূল্যায়ন যেন সঠিকভাবে হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিগুলোর এপিএ শতভাগ অর্জনে কোন পয়েন্টে পিছিয়ে থাকলে অভ্যন্তরীণ সভা আয়োজন করে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে সভাপতি সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) গত অর্থবছরের এপিএ মূল্যায়ন যেন সঠিকভাবে হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিগুলোর এপিএ শতভাগ অর্জনে কোন পয়েন্টে পিছিয়ে থাকলে অভ্যন্তরীণ সভা আয়োজন করে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে।

কার্যব্যবস্থায়ঃ

পরিচালক (প্রশাসন), পেট্রোবাংলা।

সকল কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

৪.১৩। **সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা:**

সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা নিয়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরা হয়, যা নিম্নরূপ:

...বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরা হয়, যা নিম্নরূপ:

<table>
<tr><th>কোম্পানির নাম</th><th>অগ্রগতি ও বাস্তবায়ন</th></tr>
<tr><td>বাপেক্স</td><td>সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।</td></tr>
<tr><td>বিজিএফসিএল</td><td>কোম্পানি পর্যায়ে দক্ষ ভূমি ব্যবস্থাপনা (ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ, নামজারি, জমির তথ্য সংরক্ষণ, অবৈধ দখল উচ্ছেদ ইত্যাদি) গড়ে তুলার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে এবং কোম্পানির পাইপলাইনসমূহের নিরাপত্তার জন্য ঠিকাদার কর্তৃক নিয়োজিত ওয়াচম্যান/পাহারাদার নিযুক্ত আছে।</td></tr>
<tr><td>এসজিএফএল</td><td>(১) কোম্পানি পর্যায়ে দক্ষ ভূমি ব্যবস্থাপনা (ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ, নামজারি, জমির তথ্য সংরক্ষণ, অবৈধ দখল উচ্ছেদ ইত্যাদি) গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
(২) পথস্বত্ব (ROW) সংরক্ষণে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। সরকারি কাজে জমি খননের সময় ভূগর্ভস্থ পাইপলাইন যাতে ছিদ্র না হয় সে বিষয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।</td></tr>
<tr><td>জিটিসিএল</td><td>নির্দেশণা অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ।</td></tr>
<tr><td>টিজিটিডিপিএলসি</td><td>
<table>
<tr><th>মাসের নাম</th><th>অবৈধ দখলকারীর সংখ্যা</th><th>অবৈধ উচ্ছেদের সংখ্যা</th><th>অবশিষ্ট
দখলকারীর সংখ্যা</th></tr>
<tr><td>আগষ্ট,২০২৪</td><td>১২১৬</td><td>০১</td><td>১২১৫</td></tr>
</table>
ক) কোম্পানি কর্তৃক সারুলিয়া-ডেমরা হতে গুলশান পাইপলাইন, ডেমরা হতে গোদনাইল এবং সিদ্ধিরগঞ্জ হতে কদমতলী পর্যন্ত পাইপলাইনের জমির উভয় পার্শ্বে সীমানা পিলার মার্কার পোস্ট বসানো সম্পন্ন হয়েছে। কোম্পানির আওতাধীন রাইট-অফ-ওয়ে জমির উভয় পার্শ্বে সীমানা পিলার/ মার্কার পোস্ট বসানোর উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(খ) ডেমরাস্থ সিজিএস হতে উৎসারিত ১২ ইঞ্চি ডায়া এবং ১৬ ইঞ্চি ডায়া x৩০০ পিএসআইজি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ২(দুই)টি পাইপ লাইনের পথসত্বের (ROW) উপর অবৈধভাবে নির্মিত স্থাপনাসমূহ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স আশরাফ ট্রেডিং কর্পোরেশন, ৩৮ পি. কে রায় রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ এর মাধ্যমে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। অবশিষ্ট স্থাপনাসমূহ অপসারণের জন্য অতিসত্বর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

(গ) কোম্পানির উচ্চচাপ বিশিষ্ট গ্যাস পাইপলাইনের পথসত্বের উপর অবৈধ স্থাপনাসমূহের উচ্ছেদ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তবে বৈরি পরিবেশের কারণে সাময়িকভাবে ব্যহত হচ্ছে। অবৈধ দখলকারীদের পত্র মারফত সতর্ক করা হয়েছে।

(ঘ) অবৈধ স্থাপনা/দখলদার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-এর সহযোগিতায় উচ্ছেদসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব। সকল অবৈধ স্থাপনা নির্মাণকারী/ব্যবহারকারী-কে মৌখিকভাবে ও পত্র মাধ্যমে অবৈধ স্থাপনা দখলদার অপসারণ করার জন্য অবহিত করা হয়েছে ।</td></tr>
<tr><td>বিজিডিসিএল</td><td>বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেডের আয়ত্বাধীন মোট ভূমির পরিমান ১০১.৫৪ একর-যা ১০৫ টি মৌজায় ৪৭ টি ভূমি অফিসের আওতাধীন। উক্ত ভূমি সমুহের প্রতিবছর ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান, ভূমি অধিগ্রহণ, নামজারী, জমির সকল তথ্য সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজ সম্পাদনের জন্য অত্র কোম্পানীর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন ডিভিশনের আওতায় রো এন্ড ল্যান্ড শাখা রয়েছে। ইতিমধ্যে রো এন্ড ল্যান্ড শাখা হতে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ভূমি উন্নয়ন কর যথাযথভাবে ১০০% পরিশোধ করা হয়েছে। এছাড়া বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেডের পাইপলাইনের পথস্বত্বে কোন্ জবর দখল/বেদখল নেই।
বিজিডিসিএল এর ২১২.১৫৫ কিলোমিটার সঞ্চালন পাইপলাইনের পথস্বত্ব (ROW) সংরক্ষণে (সরকারি কাজে খননের সময় ভূগর্ভস্থ পাইপলাইন ছিদ্র না হয়ে যায়) ২৪ জন পাহারাদার নিয়োজিত রয়েছে এবং বিতরণ পাইপলাইনে পাহারাদার নিয়োগের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে।</td></tr>
<tr><td>জেজিটিডিএসএল</td><td>নির্দেশনা মোতাবেক জেজিটিডিএসএল-এর অধিকাংশ ভূমির খাজনা ১৪৩০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত পরিশোধ করা হয়েছে। কিছু ভূমির জরিপ পর্চা/ খতিয়ান গেজেট না হওয়ায় ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করা যাচ্ছে না যা গেজেট প্রকাশের পর যথাশীঘ্র পরিশোধ করা হবে। এছাড়া, অত্র কোম্পানির প্রায় ৯০% ভূমির নামজারি সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট জমির নামজারি সম্পন্নের জন্য পর্যায়ক্রমে আবেদন করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, নাইকো রিসোর্সেস (বাংলাদেশ) লিঃ কর্তৃক বিনা অনুমতিতে অত্র কোম্পানির ৩.৫০ একর ভূমি দখলে রাখা হয়েছে। নাইকো রিসোর্সেস (বাংলাদেশ) লিঃ ও বাংলাদেশ সরকার তথা পেট্রোবাংলার মধ্যে আন্তর্জাতিক আদালতে একাধিক বিষয় নিয়ে মামলা চলমান থাকায় এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় অবস্থিত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি নাইকো রিসোর্সেস (বাংলাদেশ) লিঃ এর দখলে থাকায় বিচারাধীন বিষয় হিসেবে তথায় জেজিটিডিএসএল-এর ৩.৫০ একর ভূমি বেদখল অবস্থায় আছে। এছাড়া, জেজিটিডিএসএল -এর প্রধান কার্যালয় সংলগ্ন ০.০১৩৫ একর ভূমি জবর দখলে আছে, যা উদ্ধারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। জেজিটিডিএসএল -এর পথস্বত্ব (ROW) সংরক্ষণে নজরদারি বাড়ানোর লক্ষ্যে পেট্রোলম্যান নিয়োজিত আছে।</td></tr>
<tr><td>পিজিসিএল</td><td>পিজিসিএল-এ কোন অবৈধ দখলদার নেই। সকল ভূমির নামজারি ও জমির সকল তথ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা রয়েছে এবং নিয়মিতভাবে ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করা হয়ে থাকে। এছাড়া সরকারি কাজে জমি খননের সময় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অবহিত করলে উক্ত কাজের সময় প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয়।</td></tr>
<tr><td>কেজিডিসিএল</td><td>কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড এর সম্পত্তির হালনাগাদ ভূমি উন্নয়ন কর ১৪৩০ বাংলা (২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর) পর্যন্ত চেক এবং এ-চালানের মাধ্যমে (প্রযোজ্যতা অনুযায়ী) অনলাইনে পরিশোধ করা হয়েছে।
কেজিডিসিএল এর অধিগ্রহণকৃত কিছু এল.এ মামলার গেজেট প্রকাশিত না হওয়ায় নামজারী করা সম্ভব হয়নি তবে যেসকল এল.এ মামলার গেজেট প্রকাশিত হয়েছে সেসকল এল.এ মামলার ভূমি নামজারী করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা চলমান রয়েছে এবং কোম্পানির জমির তথ্য সংরক্ষিত রয়েছে।

কোম্পানির ১৯০ কি.মি. সঞ্চালন ও মূখ্য বিতরণ পাইপলাইনের পথস্বত্ব (ROW) সংরক্ষণে (সরকারি কাজে জমি খননের সময় যেন ভূগর্ভস্থ পাইপলাইন ছিদ্র না হয়) বর্তমানে ৩৯ জন পেট্রোলম্যান/পাহারাদারগণের মাধ্যমে নিয়মিত টহল/চৌকি দেওয়া হচ্ছে।</td></tr>
<tr><td>এসজিসিএল</td><td>কোম্পানি পর্যায়ে দক্ষ ভূমি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার অংশ হিসাবে কোম্পানি কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত জমিসমূহের তথ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং অধিগ্রহণকৃত জমিসমূহের মধ্যে নামজারিকৃত সকল জমির ভূমি উন্নয়ন কর হাল সন (বাংলা ১৪৩১) পর্যন্ত পরিশোধ করা হয়েছে। বর্তমানে এসজিসিএল কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত কোন জমিতে অবৈধ দখল নেই। পথস্বত্ব (ROW) সংরক্ষণে যেন সরকারি কাজে জমি খননের সময় ভূগর্ভস্থ পাইপলাইন ছিদ্র না হয়ে যায় তার নজরদারি বাড়াতে পেট্রোলম্যান নিয়োগ করা হয়েছে।</td></tr>
<tr><td>আরপিজিসিএল</td><td>বর্তমানে কোম্পানির কোনো সম্পত্তি জবর দখল বা বেদখলে নেই। প্রধান কার্যালয়সহ কোম্পানির অন্যান্য স্থাপনার ভূমি উন্নয়ন কর নিয়মিত পরিশোধ ও হালনাগাদ করা হচ্ছে।</td></tr>
<tr><td>বিসিএমসিএল</td><td>বিসিএমসিএল-এর সকল ভূমির নামজারি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ভূমি উন্নয়ন কর নিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হচ্ছে। কোন সম্পত্তি জবর দখল বা বে-দখল নেই।</td></tr>
<tr><td>এমজিএমসিএল</td><td>নির্দেশনা মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।</td></tr>
</table>

সভাপতি সভায় সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বলেন যে, নিজস্ব ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর সহায়তায় অবৈধ দখল উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পাইপলাইনের মার্কার পোস্ট আরও কাছাকাছি স্থাপন করতে হবে। সরকারি ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করতে হবে, জমির অবৈধ দখল থাকলে তা উদ্ধার করতে হবে, জমির তথ্য, নামজারি ইত্যাদি একটা পৃথক ফাইল করে তালিকাবদ্ধ রাখতে হবে যাতে সফটওয়্যারের মাধ্যমে সব তথ্য এক জায়গায় থাকে এবং পথস্বত্ব (ROW) সংরক্ষণে পাহারাদার নিয়োগ করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে সভাপতি সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) কোম্পানি পর্যায়ে দক্ষ ভূমি ব্যবস্থাপনা (ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ, নামজারি, জমির তথ্য সংরক্ষণ, অবৈধ দখল উচ্ছেদ ইত্যাদি) গড়ে তুলতে হবে এবং পাইপলাইনের পথস্বত্ব (ROW) সংরক্ষণে (সরকারি কাজে খননের সময় যেন ভূগর্ভস্থ পাইপলাইন ছিদ্র না হয়ে যায়) পাহারাদার নিয়োগ করতে হবে।

কার্যব্যবস্থায়ঃ

সকল কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

৪.১৪। **গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (GDF), জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল (ESF), এবং পেট্রোবাংলার মার্জিন বাবদ বকেয়া অর্থ নিয়মিত পরিশোধ:**

সভায় গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (GDF), জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল (ESF), এবং পেট্রোবাংলার মার্জিন বাবদ বকেয়া অর্থ নিয়মিত পরিশোধ-এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন তুলে ধরা হয়, যা নিম্নরূপ:

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (GDF)

(কোটি টাকা)

ক্রমিক নং	কোম্পানির নাম	কোম্পানির হিসাব অনুযায়ী জিডিএফ বাবদ গত মাস পর্যন্ত বকেয়া	গত মাসে পরিশোধ ও বিল মাস	মন্তব্য
১।	**টিজিটিডিপিএলসি**	অক্টোবর-২৩ হতে জুন-২৪ মাস পর্যন্ত ৫৩৮.৭৩ কোটি টাকা বকেয়া	সেপ্টেম্বর-২৩ মাসের বিল বাবদ ৬১.৭৭ কোটি টাকা ১৪/০৮/২০২৪ তারিখে পরিশোধ করা হয়েছে।	
৩।	**বিজিডিসিএল**	আগষ্ট ২০২৩ মাসের গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (GDF)- এর বিল ৭.৮৭ কোটি টাকা ১৯-০৮-২০২৪ তারিখে পরিশোধ করা হয়েছে।		সার ও বিদ্যুৎ খাতের বিপরীতে আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত ৪,৪২৫.৬২ কোটি টাকার গ্যাস বিল বকেয়া থাকায় গ্যাস উন্নয়ন তহবিল, জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিলের সেপ্টেম্বর ২০২৩ হতে আগষ্ট ২০২৪ পর্যন্ত এবং পেট্রোবাংলা মার্জিন জানুয়ারি ২০২৪ হতে আগষ্ট ২০২৪ পর্যন্ত পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি।
৪।	**জেজিটিডিএসএল**	৫৪.৩৫	১৭.৮৪	ফেব্রুয়ারি,২৪ মাস পর্যন্ত বিল পরিশোধ
৫।	**পিজিসিএল**	১২.৭৬ কোটি (জুলাই ২০২৪ ও আগস্ট ২০২৪ মাসের বিল ব্যতিত এবং আগস্ট ২৪ মাসে বিল পরিশোধের পর)	১৩.৩৬ কোটি (অক্টোবর'২৩ হতে ফেব্রুয়ারি'২৪ মাস পর্যন্ত বিলের অর্থ)	গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (GDF) বাবদ বকেয়া অর্থ ফেব্রুয়ারী ২০২৪ পর্যন্ত পরিশোধ করা হয়েছে।
৬।	**কেজিডিসিএল**	জুলাই ২০২৪ পর্যন্ত সাময়িক হিসাব অনুযায়ী বকেয়া ১২১.৭৩ কোটি টাকা	গত মাসে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (GDF) বাবদ অর্থ পরিশোধ করা হয়নি।	সার ও বিদ্যুৎ খাতের বকেয়া এবং তৎপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট কোম্পানির তারল্য সংকটের কারণে জুলাই ২০২৩ বিল মাস পরবর্তী সময়ে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (GDF) বাবদ অর্থ পরিশোধ করা সম্ভব হয় নাই।
৭।	**এসজিসিএল**	১৬.৩৮ কোটি টাকা	৩.২৯ কোটি টাকা	

জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল (ESF)

(কোটি টাকা)

ক্রমিক নং	কোম্পানির নাম	কোম্পানির হিসাব অনুযায়ী ইএসএফ বাবদ গত মাস পর্যন্ত বকেয়া	গত মাসে পরিশোধ ও বিল মাস	মন্তব্য
১।	টিজিটিডিপিএলসি	অক্টোবর-২৩ হতে জুন-২০২৪ মাস পর্যন্ত ৫৫০.৩০ কোটি টাকা বকেয়া	সেপ্টেম্বর-২৩ মাসের বিল বাবদ ৬৩.১৬ কোটি টাকা ১৪/০৮/২০২৪ তারিখে পরিশোধ করা হয়েছে।	
৩।	**বিজিডিসিএল**	আগষ্ট,২০২৩ মাসের জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল (ESF)- ৮.২৩ কোটি টাকা ১৯-০৮- ২০২৪ তারিখে পরিশোধ করা হয়েছে।		সার ও বিদ্যুৎ খাতের বিপরীতে আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত ৪,৪২৫.৬২ কোটি টাকার গ্যাস বিল বকেয়া থাকায় গ্যাস উন্নয়ন তহবিল, জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিলের সেপ্টেম্বর ২০২৩ হতে আগষ্ট ২০২৪ পর্যন্ত এবং পেট্রোবাংলা মার্জিন জানুয়ারি ২০২৪ হতে আগষ্ট ২০২৪ পর্যন্ত পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি।
০৪।	**জেজিটিডিএসএল**	৫৭.৫৩	১৮.৮৫	ফেব্রুয়ারি,২৪ মাস পর্যন্ত বিল পরিশোধ
০৫।	**পিজিসিএল**	১৩.৫৩ কোটি (জুলাই ২০২৪ ও আগস্ট ২০২৪ মাসের বিল ব্যতিত এবং আগস্ট ২৪ মাসে বিল পরিশোধের পর)	১৪.০৫ কোটি (অক্টোবর'২৩ হতে ফেব্রুয়ারি'২৪ মাস পর্যন্ত বিলের অর্থ)	জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল (ESF) বাবদ বকেয়া অর্থ ফেব্রুয়ারী ২০২৪ পর্যন্ত পরিশোধ করা হয়েছে।
০৬।	**কেজিডিসিএল**	জুলাই ২০২৪ পর্যন্ত সাময়িক হিসাব অনুযায়ী বকেয়া ১২৪.৯০ কোটি টাকা	গত মাসে জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল (ESF) বাবদ অর্থ পরিশোধ করা হয়নি।	সার ও বিদ্যুৎ খাতের বকেয়া এবং তৎপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট কোম্পানির তারল্য সংকটের কারণে জুলাই ২০২৩ বিল মাস পরবর্তী সময়ে জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল (ESF) বাবদ অর্থ পরিশোধ করা সম্ভব হয় নাই।
০৭।	**এসজিসিএল**	২০.২৩ কোটি টাকা	১.৬৫ কোটি টাকা	

PB (পেট্রোবাংলা) মার্জিন

(কোটি টাকা)

ক্রমিক নং	কোম্পানির নাম	কোম্পানির হিসাব অনুযায়ী পিবি মার্জিন বাবদ গত মাস পর্যন্ত বকেয়া	গত মাসে পরিশোধ ও বিল মাস	মন্তব্য
১।	টিজিটিডিপিএলসি	এপ্রিল-২৪ হতে জুন-২০২৪ মাস পর্যন্ত ২৬.৩০ কোটি টাকা বকেয়া	মার্চ-২৪ মাসের বিল বাবদ ৯.১০ কোটি টাকা ১৪/০৮/২০২৪ তারিখে পরিশোধ করা হয়েছে	
২।	**বিজিডিসিএল**	ডিসেম্বর, ২০২৩ মাসের পেট্রোবাংলা মার্জিন ১.৬৮ কোটি টাকা ১৯- ০৮-২০২৪ তারিখে পরিশোধ করা হয়েছে।		সার ও বিদ্যুৎ খাতের বিপরীতে আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত ৪,৪২৫.৬২ কোটি টাকার গ্যাস বিল বকেয়া থাকায় গ্যাস উন্নয়ন তহবিল, জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিলের সেপ্টেম্বর ২০২৩ হতে আগষ্ট ২০২৪ পর্যন্ত এবং পেট্রোবাংলা মার্জিন জানুয়ারি ২০২৪ হতে আগষ্ট ২০২৪ পর্যন্ত পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি।
০৩।	**জেজিটিডিএসএল**	১৯.৩৮	৪.৪৪	নভেম্বর,২৩ মাস পর্যন্ত বিল পরিশোধ
০৪।	**পিজিসিএল**	২.৯৭ কোটি (জুলাই ২০২৪ ও আগস্ট ২০২৪ মাসের বিল ব্যতিত এবং আগস্ট ২৪ মাসে বিল পরিশোধের পর)	২.৭৬ কোটি (অক্টোবর'২৩ হতে ফেব্রুয়ারি'২৪ মাস পর্যন্ত বিলের অর্থ)	পেট্রোবাংলার মার্জিন বাবদ বকেয়া অর্থ ফেব্রুয়ারী ২০২৪ পর্যন্ত পরিশোধ করা হয়েছে।
০৫।	**কেজিডিসিএল**	জুলাই ২০২৪ পর্যন্ত সাময়িক হিসাব অনুযায়ী বকেয়া ১৯.৫২ কোটি টাকা	১৩.০৮.২০২৪ তারিখে পেট্রোবাংলা (PB) মার্জিন বাবদ ৮.২১ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। **বিল মাস :** আগস্ট ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত।	জুলাই ২০২৪ পর্যন্ত বকেয়া ১৯.৫২ কোটি টাকা হতে ১৩.০৮.২০২৪ তারিখে পেট্রোবাংলা (PB) মার্জিন বাবদ ৮.২১ কোটি টাকা পরিশোধ করার পর অবশিষ্ট বকেয়া অর্থের পরিমাণ (১৯.৫২-৮.২১)= ১১.৩১ কোটি টাকা।
০৬।	**এসজিসিএল**	৬.৭৭ কোটি টাকা	০.৪৫ কোটি	

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (GDF), জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল (ESF), এবং পেট্রোবাংলার মার্জিন বাবদ বকেয়া অর্থ নিয়মিত পরিশোধ-এরবিষয়ে মহাব্যবস্থাপক (হিসাব) সভাকে অবহিত করেন যে, গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (GDF), জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল (ESF), এবং পেট্রোবাংলার মার্জিন বাবদ বকেয়া অর্থ নিয়মিত পরিশোধ-সংক্রান্ত ছক আপডেট করে দেয়া হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য কোম্পানিগুলো হতে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিচালক (অর্থ) সকল কোম্পানিকে ছক অনুসারে নির্ভুল তথ্য পাঠানোর ব্যাপারে সভায় উপস্থিত ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি আরও বলেন যে, কোম্পানিগুলোকে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (GDF), জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল (ESF), এবং পেট্রোবাংলার মার্জিন বাবদ বকেয়া অর্থ নিয়মিত পরিশোধে সচেষ্ট থাকতে হবে। এছাড়া, তিনি আগস্ট মাসের GDF, ESF এবং পেট্রোবাংলার মার্জিন বাবদ বকেয়া অর্থ দ্রুত পরিশোধের জন্য বিজিডিসিএল এবংGDF, ও ESF বাবদ বকেয়া অর্থ দ্রুত পরিশোধের জন্য কেজিডিসিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে সভাপতি সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (GDF), জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল (ESF) এবং পেট্রোবাংলার মার্জিন বাবদ বকেয়া অর্থ বিতরণ কোম্পানিগুলোকে নিয়মিত পরিশোধ করতে হবে।

(২) গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (GDF), জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল (ESF) এবং পেট্রোবাংলার মার্জিন বাবদ বকেয়া অর্থ নিয়মিত পরিশোধের তথ্য নির্ভুলভাবে পেট্রোবাংলার সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টে প্রেরণ করতে হবে।

কার্যব্যবস্থায়ঃ

পরিচালক (অর্থ), পেট্রোবাংলা।

সকল উৎপাদন ও বিতরণ কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

৪.১৫। **বকেয়া বিল:**

সভায় বকেয়া গ্যাস বিল আদায়ের তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়, যা নিম্নরূপ:

(কোটি টাকা)

কোম্পানির নাম	মোট বকেয়ার পরিমাণ	আদায়		মোট বকেয়া আদায়	অবশিষ্ট বকেয়ার পরিমাণ	বকেয়া আদায়ের বিপরীতে বিচ্ছিন্নকৃত সংযোগ সংখ্যা	মন্তব্য
		বকেয়া (পূর্বের)	চলতি (মাস)				

টিজিটিডিপিএলসি	১৫,২৭৬.৫৬	৯৭৭.৮৫	১,৩২৩.৮৭	২,৩০১.৭২	১২,৯৭৪.৮৪	৯৪টি	বকেয়া আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। কোম্পানির ঢাকা মেট্রো এলাকায় বকেয়া গ্যাস বিল আদায়করণ কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে বিপণন বিভাগ ও রাজস্ব বিভাগের সমন্বয়ে প্রতিটি বিভাগে ৬টি করে ৬টি বিভাগে ৩৬টি বিশেষ টিম গঠন করে যৌথভাবে এলাকাভিত্তিক অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। অনুরূপভাবে, আঞ্চলিক বিতরণ বিভাগসমূহে অবৈধ গ্যাস ব্যবহার শনাক্তকরণ এবং বকেয়া গ্যাস বিল আদায়করণ কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। বকেয়া আদায়ের জন্য সংযোগ বিচ্ছিন্ন কার্যক্রমসহ মাইকিং, লিফলেট বিতরণ, সংবাদপত্রসহ বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার প্রচারণা অব্যহত আছে। সার কারখানাগুলোকে ১৬.০০ টাকা রেটে গ্যাস বিল পরিশোধের জন্য বিল প্রস্তুত করে প্রেরণ করা হয়েছে।
বিজিডিসিএল	৫২০০.৯৬	১৮২.৫৪	১১৮.১৩	৩০০.৬৭	৪৯০০.২৯	৪৩ টি	
জেজিটিডিএসএল	৬২৭৫.৭৭	৯২.৩৬	১১১.৫৮	২০৩.৯৪	৬০৭১.৮৩	৪১টি	জেজিটিডিএসএল-এর সকল শ্রেণির খেলাপি গ্রাহকদের নিকট থেকে বকেয়া গ্যাস বিল আদায়ের লক্ষ্যে নিয়মিত চিঠি প্রেরণ, সরাসরি রাজস্ব বিভাগ ও আবিকার প্রতিনিধি প্রেরণের মাধ্যমে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। বর্তমান ট্যারিফ অনুযায়ী জুন/ ২২ থেকে প্রতি মাসে জেজিটিডিএসএল-এর অধিভুক্ত শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিঃ কে ১৬.০০ টাকা রেইটে বিল পরিশোধের জন্য বিল প্রস্তুত করে প্রেরণ করা হচ্ছে। কিন্তু শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিঃ পূর্বের রেটে অর্থ্যাৎ প্রতি ঘনমিটার ৪.৪৫ টাকা হারে জুন/২০২৪ মাস পর্যন্ত বিল পরিশোধ করেছে। বর্তমান ট্যারিফ অনুযায়ী জুন, ২০২২ হতে জুলাই, ২০২৪ পর্যন্ত ৮০২.৯০ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে।
পিজিসিএল	১৭৫৬.২২	১৫৮.৫৮	৪৬.৬৬	২০৫.২৪	১৫৫০.৯৮	২০	উক্ত ১৫৫০.৯৮ কোটি টাকা বকেয়ার মধ্যে শুধুমাত্র বিদ্যুৎ শ্রেণির গ্রাহকের নিকট বকেয়ার পরিমাণ ১৪৭৩.৩৯ কোটি টাকা। এছাড়া অন্যান্য সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে বকেয়া গ্যাস বিল আদায়ের লক্ষ্যে তাগাদা পত্র প্রেরণ, মোবাইলে তাগাদা ও এসএমএস প্রদান এবং প্রয়োজনে সংযোগ বিচ্ছিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
কেজিডিসিএল	২.৭০৯.২২	১৬০.৩০	২৯৬.৪৮	৪৫৬.৭৮	২,২৫২.৪৪	১১	
এসজিসিএল	১৬২৮.১৩	১৩০.৩১	১০.৬২	১৪০.৯৩	১৪৮৭.২০	০১	

মোট	৩২,৮৪৬.৮৬	১,৭০১.৯৪	১৯০৭.৩৪	৩৬০৯.২৮	২৯,২৩৭.৫৮	২১০	-

সভাপতি সভায় বিদ্যুৎ বিভাগ এবং সার কারখানার বকেয়া বিল আদায় সম্পর্কে জানতে চাইলে পরিচালক (অর্থ) বলেন যে বলেন যে, বিদ্যুৎ বিভাগে ও সার কারখানার বকেয়া বিল সমূহ ক্রমান্বয়ে পরিশোধ হওয়া শুরু হয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগ হতে সম্প্রতি ১,০১৬ কোটি টাকা বকেয়া পরিশোধ করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে সভাপতি বলেন যে, দ্রুত সকল বকেয়া আদায়ে সার কারখানা এবং বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) দ্রুত বকেয়া বিল পরিশোধে সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগ এবং চাপ অব্যাহত রাখতে হবে।

কার্যব্যবস্থায়ঃ

সকল বিতরণ কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

৪.১৬। **নিরীক্ষা আপত্তি:**

পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানি সমূহের আগস্ট-২০২৪ মাসের অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

			আলোচ্য	দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয়	প্রতিবেদন মাসে নিষ্পত্তি	দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় অনুষ্ঠিত সভায়	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত মোট অডিট আপত্তির
				সভায় জন্য অপেক্ষমান		পরিমাণ ও সভায় সুপারিশকৃত মোট	

ক্রমিক নং	দপ্তর/ সংস্থা/ কোম্পানীর নাম	ক্রমপুঞ্জিভূত আপত্তির সংখ্যা	মাসে উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	আপত্তির সংখ্যা					আপত্তির সংখ্যা			জের			
				দ্বি-পক্ষীয়	ত্রি-পক্ষীয়	সাধারণ	অগ্রীম	রিপোর্টভুক্ত	দ্বি-পক্ষীয় সভা	ত্রি-পক্ষীয় সভা	সুপারিশকৃত মোট আপত্তির সংখ্যা	সাধারণ	অগ্রীম	সংকলনভুক্ত	মোট
১।	পেট্রোবাংলা	৩৩৪	০	১৪	০	০	০	০	০	১	১০	৪৬	২৭৬	১২	৩৩৪
১।	তিতাস গ্যাস টিএন্ডডি কোম্পানী লিমিটেড	৪৯১	০	২৭	৩২	০	০	০	০	০	০	৪৫	৩৭০	৭৬	৪৯১
৩।	বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোং লিমিটেড	৬৯	০	৭	৩৩	০	১২	০	০	০	০	৭	৩৬	১৪	৫৭
৪।	বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোং লিমিটেড	১১৯	০	০	৪৫	০	০	০	০	০	০	১৮	৭০	৩১	১১৯
৫।	সিলেট গ্যাস ফিল্ডস্ লিমিটেড	২০৩	০	০	১৫	০	০	০	০	০	০	২১	১২৬	৫৬	২০৩
৬।	জালালাবাদ গ্যাস টিএন্ডডি সিস্টেম লিমিটেড	১৩১	০	১৫	১৫	০	০	০	০	০	০	১৬	৯২	২৩	১৩১
৭।	গ্যাস ট্রান্সমিশন কোং লিমিটেড	১৫০	০	১৮	২৫	৫	০	০	০	০	০	৩০	৯৪	২১	১৪৫
৮।	রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোং লিমিটেড	৮৯	০	০	৮	০	০	০	০	০	০	২২	৪৯	১৮	৮৯
৯।	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোং লিমিটেড	২৯৬	০	০	৩০	০	০	০	০	০	০	৭৩	১৯৯	২৪	২৯৬
১০।	মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড	৮৩	০	১৪	০	০	০	০	০	০	০	২৬	৫০	৭	৮৩
১১।	পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোং লিমিটেড	২৯	০	০	৯	০	০	০	০	০	০	৪	২৩	২	২৯
১১।	বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোং লিমিটেড	৫৫	০	২২	০	০	০	০	০	০	০	১১	৩৭	৭	৫৫
১৩।	কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোং লিমিটেড	৮৬	০	৭	১১	০	০	০	০	০	০	১৬	৬৮	২	৮৬
১৪।	সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড	২৪	০	০	০	০	০	০	০	০	০	৬	১৮	০	২৪
১৫।	জয়পুরহাট চুনাপাথর খনি ও সিমেন্ট প্রকল্প	৬৯	০	০	০	০	০	০	০	০	০	২৬	৪২	১	৬৯
	সর্বমোট =	২২২৮	০	১২৪	২২৩	৫	১২	০	০	১	১০	৩৬৭	১৫৫০	২৯৪	২২১১

সভাপতি নিরীক্ষা আপত্তির বিষয়ে জানতে চাইলে পরিচালক (অর্থ) বলেন যে, গত মাসে পেট্রোবাংলার ১টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং কোনো দ্বি-পক্ষীয় সভা হয় নাই। ত্রি-পক্ষীয় সভায় ১৫টি আপত্তির মধ্যে ১১টি সুপারিশ করা হয়েছে যাতে সংশ্লিষ্ট অর্থের পরিমাণ ১৪কোটি ৬৪লাখ টাকা। গত মাসে সর্বমোট ১৭টি আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে এবং বর্তমানে পেট্রোবাংলা ও সকল কোম্পানি মিলে ২২১১ টি অডিট আপত্তি পেন্ডিং রয়েছে। সভাপতি এই প্রসঙ্গে বলেন যে, অডিট অফিসের নির্দেশনা অনুসরণ করে দ্রুত দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার আয়োজনের মাধ্যমে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) অডিট অফিসের নির্দেশনা অনুসরণ করে দ্রুত দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার আয়োজনের মাধ্যমে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার পরিমাণ বাড়াতে হবে।

কার্যব্যবস্থায়ঃ

পরিচালক (অর্থ), পেট্রোবাংলা।
সকল কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

৪.১৭। **সিস্টেম লস:**

অফ-ট্রান্সমিশন পয়েন্টে মিটারিং-এর মাধ্যমে জিটিসিএল কর্তৃক বিতরণ কোম্পানিসমূহে সরবরাহের ফলে সিস্টেম লস/পার্থক্য এর তথ্য উপস্থাপন করা হয়, যা নিম্নরূপ:

Company	Month	Gas supply by production company through transmission line (MMCM)	Purchase quantity shown by distribution company (MMCM)	Sales Quantity Shown by distribution Company (MMCM)	Difference (MMCM)	Difference (%)
GTCL	June 2024 (জুলাই এবং আগস্ট মাসের তথ্য এখনো পাওয়া যায়নি)	1,703,591,201	1,680,763,039	-	22,828,168	1.34%
TGTDPLC	July.24 (Provisional)	1177.19	-	1068.55	108.64	9.2%
BGDCL	July-24	-	259.374	236.132	23.242	8.96%
JGTDSL	July, 2024	-	342.316	341.393	0.923	0.27
PGCL	August 2024	-	100.931	102.628	1.697	1.68% (Gain)
KGDCL	July 2024 (Provisional)	-	232.70	222.78	9.93	4.27%
SGCL	July 2024		39.574324	39.587253	0.012929 Gain	0.03% Gain

সভাপতি সভায় সিস্টেম লস সম্পর্কে জানতে চান। এ প্রসঙ্গে পরিচালক (অপারেশন এন্ড মাইন্স) বলেন যে, সিস্টেম লসের সাথে গ্যাস লিকেজ, ছিদ্র জরিপ, মিটারিং ব্যবস্থাপনা এবং অবৈধ গ্যাস

সংযোগ তদারকি ও বিচ্ছিন্নকরণ জড়িত। এই বিষয়গুলো নিয়ে ব্যাপকভাবে কাজ চলমান রয়েছে। তৎপরিপ্রেক্ষিতে সভাপতি বলেন যে, সিস্টেম লসের অন্যতম কারণ হচ্ছে ছিদ্র দিয়ে গ্যাস চলে যাওয়া। ছিদ্র মেরামত করে অল্প সময়ের ভেতর নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কর্মপরিকল্পনা সাজাতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সভাপতি সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) সিস্টেম লস কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

কার্যব্যবস্থায়ঃ

পরিচালক (অপারেশন এন্ড মাইন্স), পেট্রোবাংলা।
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জিটিসিএল।
সকল বিতরণ কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

৪.১৮। **আরপিজিসিএল এর কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট:**

সভাপতি সভায় আরপিজিসিএল এর কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট-এর অগ্রগতি জানতে চান। এ প্রসঙ্গে পরিচালক (অর্থ) বলেন যে, কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট-এর বিষয়ে আজকেই মন্ত্রণালয় অনুমোদন দিয়েছে, অনুমোদনের চিঠি কিছুক্ষণের মধ্যেই পাওয়া যাবে। তৎপ্রেক্ষিতে সভাপতি আরপিজিসিএল ও এসজিএফএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের কে অভিন্দন জানান। অন্য আরেকটি প্ল্যান্ট চালুর বিষয়ে এসজিএফএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালককে সংশ্লিষ্ট কারিগরি কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সভাপতি সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) এসজিএফএল এর অন্য আরেকটি প্ল্যান্ট চালুর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কারিগরি কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

কার্যব্যবস্থায়ঃ

পরিচালক (অপাঃ এন্ড মাইন্স), পেট্রোবাংলা।
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসজিএফএল।

৪.১৯। **ই-নথির ব্যবহার:**

সভায় পেট্রোবাংলা ও ১৩ টি কোম্পানির ই-নথির পরিসংখ্যান নিয়ে আলোচনা হয়, যা নিম্নরূপ:

সংস্থা/কোম্পানি	ই-নথিতে নিষ্পত্তিকৃত সংখ্যা	হার্ড ফাইলে নিষ্পত্তিকৃত সংখ্যা	ই-নথিতে নিষ্পত্তিকৃত নথির হার (%)
পেট্রোবাংলা	৮৮৪	৩৩	৯৬.৪০%
বাপেক্স	৫৫৬	১৭	৯৭.০৮%
বিজিএফসিএল	৭৫১	২০	৯৭.৪১%
এসজিএফএল	১০৮২	১২	৯৮.৯০%
জিটিসিএল	১৩২৩	৮	৯৯.৩৯ %
টিজিটিডিপিএলসি	৩৬৯২	০০	১০০%
বিজিডিসিএল	১২৬১	০	১০০%
জেজিটিডিএসএল	৯০৩	৬	৯৯.৩৪%
পিজিসিএল	১৮৮৩	-	১০০%
কেজিডিসিএল	৭৯০	২০	৯৭.৫৩%
এসজিসিএল	৪২৫	০০	১০০%
আরপিজিসিএল	৪০৬	২	৯৯.৫১%
বিসিএমসিএল	৪৮৯	৪	৯৯.১৯%
এমজিএমসিএল	৪২৬	২	৯৯.৫৩%

সভাপতি সভায় ই-নথির ব্যবহার প্রসঙ্গে পেট্রোবাংলা এবং কোম্পানিগুলোর পরিসংখ্যান বিষয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তিনি নিয়মিত ই-নথির হালনাগাদ তথ্য সভায় উত্থাপন এবং ই-নথির ব্যবহার ১০০% করার নির্দেশ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের মাসিক প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক প্রতি মাসের ই-নথি ও হার্ড নথির তালিকা করতে হবে। তালিকা অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা সাজিয়ে পরিসংখ্যান শতকরা হিসেবে উল্লেখসহ পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং সকল কোম্পানির ই-নথির নিষ্পত্তির পরিমাণ দ্রুত ১০০% করতে হবে।

কার্যব্যবস্থায়ঃ

পরিচালক (পরিকল্পনা), পেট্রোবাংলা।
সকল কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

বিবিধ:

৪.২০। **কেপিআই ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা:**

সভায় কেপিআই ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা হয়, যা নিম্নরূপ:

কোম্পানির নাম	অগ্রগতি ও বাস্তবায়ন
বাপেক্স	- গ্যাস ফিল্ড এ স্থাপনাসমূহে নিরাপত্তা প্রহরী এ সশস্ত্র পুলিশ দ্বারা সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

বাপেক্স	• গ্যাস ফিল্ডে ও স্থাপনাসমূহে নিরাপত্তা প্রহরী ও সশস্ত্র পুলিশ দ্বারা সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। • গ্যাস ফিল্ডের অধিকতর সতর্কতা হিসেবে সংবেদনশীল এলাকাসমূহে সশস্ত্র পুলিশ ও কোম্পানির নিজস্ব নিরাপত্তা প্রহরী দ্বারা টহল ডিউটি করানো হচ্ছে। • সকল গ্যাস ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণাধীন সংবেদনশীল এলাকা চেইন লিংক ফেন্স দ্বারা বেষ্টনীকৃত। • সকল গ্যাসক্ষেত্রের সার্বিক নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ০২ (দুই) জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকি করা হচ্ছে। • কেপিআই এলাকায় রাত্রিকালীন সময়ে আলোকিতকরণের ব্যবস্থা সমুন্নত রাখা হচ্ছে। • গ্যাস ফিল্ডের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ ও তদারকির জন্য ভিজিলেন্স টিমের সদস্যগণ কর্তৃক দিবা রাত্রি গ্যাস ফিল্ড ও এর স্থাপনা আকস্মিক পরিদর্শন করা হচ্ছে।
বিজিএফসিএল	• বিজিএফসিএল এর সকল ফিল্ড ও স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা কার্যক্রম কোম্পানির নিজস্ব নিরাপত্তা প্রহরী ও অংগীভূত সশস্ত্র আনসার সদস্য দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। • কোম্পানির পাইপলাইনসমূহের নিরাপত্তার জন্য ঠিকাদার কর্তৃক নিয়োজিত ওয়াচম্যান/পাহারাদার নিযুক্ত আছে। • কূপ/প্লান্ট ও সংবেদনশীল এলাকাসমূহে কোম্পানির নিজস্ব নিরাপত্তা প্রহরী ও অংগীভূত সশস্ত্র আনসারগণ ২৪ঘন্টা (৩টি পালায়) নিরাপত্তা টহল/ডিউটিতে নিযুক্ত আছে। • কোম্পানির কূপ/প্লান্ট ও সংবেদনশীল এলাকাসমূহ চেইন লিংক ফেন্স দ্বারা বেষ্টনীকৃত। • কেপিআই এলাকায় রাত্রিকালীন আলোকিতকরণ ব্যবস্থা সমুন্নত আছে। • কোম্পানির সকল ফিল্ড/লোকেশনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ ও তদারকির জন্য 'ভিজিল্যান্স টিম' এর সার্বক্ষণিক পরিদর্শন অব্যাহত রয়েছে। কোম্পানির সকল ফিল্ড/লোকেশনসমূহ আইপি/সিসি ক্যামেরা দ্বারা মনিটরিং করা হয়।
এসজিএফএল	কোম্পানির পাইপ লাইনের উপরিভাগের নিরাপত্তাসহ সংস্থা/কোম্পানির কেপিআই ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে।
জিটিসিএল	কেপিআই, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও পাইপলাইন সমূহের নিরাপত্তায় মোট ২২৪ জন আনসার সদস্য এবং ১০৩৬ জন আউটসোর্সিং নিরাপত্তা কর্মী নিয়োজিত রয়েছে। এছাড়াও স্থাপনাভিত্তিক নিরাপত্তা কমিটি এবং ৮ টি বিভাগীয় স্থায়ী নিরাপত্তা কমিটি রয়েছে।
টিজিটিডিপিএলসি	কোম্পানির পাইপলাইনের নিরাপত্তায় মোট ৫২জন প্যাট্রলম্যান (স্থায়ী ও আউটসোর্সিং) কর্মরত রয়েছে। এছাড়া, কোম্পানির ২৭টি কেপিআইসহ মোট ১৩২টি স্থাপনার নিরাপত্তায় ১১৫জন নিজস্ব নিরাপত্তা প্রহরী, ১৩৫জন আউটসোর্সিং এবং ২৪৬জন আনসারসহ মোট ৪৯৬জন কর্মরত। নিরাপত্তা জোরদারকরণে সকল কেপিআই স্থাপনা সিসিক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে এবং কেপিআইসমূহে ইতোমধ্যে হ্যান্ড মেটাল ডিটেক্টর, ইলেক্ট্রিক সাইরেন, ভেহিকল সার্চ মিরর এবং স্মোক ডিটেক্টর সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া, প্রধান কার্যালয়ে ফায়ার এলার্মিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।
বিজিডিসিএল	০১। বিজিডিসিএল এর ৩ (তিন) টি - কেপিআই স্থাপনার আইপি ক্যামেরার সবগুলো ক্যামেরা সচল রয়েছে। মোবাইল এ্যাপ ও ক্যামেরার মাধ্যমে স্থাপনাসমূহ সার্বক্ষণিক মনিটরিং করা হচ্ছে। ০২। কেপিআইসহ অন্যান্য প্রধান প্রধান স্থাপনায় স্থাপিত ৮৮টি আইপি ক্যামেরা একটি প্ল্যাটফর্ম অর্থ্যাৎ Hik- Connect সফটওয়্যার এর মাধ্যমে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহারপূর্বক পৃথক পৃথক ভাবে দেখে নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। ০৩। স্থায়ী নিরাপত্তা কর্মী ও আনসার সদস্য দ্বারা কেপিআইসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা সমূহের সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার রাখা হচ্ছে। ৪. সংশ্লিষ্ট থানার সাথে মোবাইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হচ্ছে। ০৪। সংশ্লিষ্ট থানার সাথে মোবাইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হচ্ছে।
জেজিটিডিএসএল	অত্র কোম্পানিতে কেপিআইভুক্ত কোন স্থাপনা নেই। তবে, কোম্পানিতে বর্তমানে কেপিআই বহির্ভূত মোট ৬৭টি স্থাপনা রয়েছে। উক্ত স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা বিধানে মোট ১৭৯জন আনসার সদস্য ও ১৫৮জন (আউট সোর্সিং) নিরাপত্তা প্রহরী নিয়োজিত রয়েছে। সম্প্রতি নিয়োগপ্রাপ্ত ০৯জন পেট্রোলম্যানকে পাইপলাইনের ত্রুটি/সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও পাইপলাইনের নিরাপত্তায় নিয়োজিত করা হয়েছে। স্থাপনাসমূহে অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র স্থাপিত রয়েছে। এছাড়া,কোম্পানির প্রধান কার্যালয়সহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ সিসি ক্যামেরা দ্বারা পর্যবেক্ষণে রয়েছে। ইতোমধ্যে কোম্পানির বিভিন্ন স্থাপনায় ১৩০টি আইপি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। অন্যান্য স্থাপনাসমূহে ক্যামেরা স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। স্থাপনাসমূহে আগত পরিদর্শক ও দর্শনার্থীগণের নাম স্থাপনায় সংরক্ষিত রেজিস্টারে রেজিস্টারভুক্ত করা হয়। নিরাপত্তা প্রহরী/ আনসারগণ কর্তৃক মেটাল ডিটেক্টর দ্বারা তল্লাশি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। কোম্পানির এনভায়রনমেন্ট এ্যান্ড সেফটি ডিপার্টমেন্ট এর মাধ্যমে কোম্পানির আওতাধীন বিভিন্ন স্থাপনা (ডিআরএস, সিএমএস, টিবিএস ইত্যাদি) -এর পরিবেশ ও নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়মিত তদারকি করা হচ্ছে। স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট এবং সেফটি বিষয়ক নানা তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করে প্রধান গেইটের বাইরে এবং ভিতরে সতর্কীকরণ সাইনবোর্ডে লাগানো রয়েছে। তাছাড়া, কোম্পানির ভিজিল্যান্স ডিপার্টমেন্ট-এর মাধ্যমে কোম্পানির পাইপলাইনের উপরিভাগের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে উদ্ভেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
পিজিসিএল	পিজিসিএল এর আওতাভুক্ত গ্যাস পাইপ লাইনের উপরিভাগের নিরাপত্তা প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা-১৯৯১ এর বিধি অনুসারে নিশ্চিত করা হয়। পিজিসিএল এর আওতাধীন কোন কেপিআই স্থাপনা নেই, তবে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা সমূহে নিরাপত্তা প্রহরী, সিসি ক্যামেরা ও অগ্নি নির্বাপক নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি সরবরাহসহ নিরাপত্তা প্রদান করা হয়।
কেজিডিসিএল	কোম্পানিতে কেপিআই ভুক্ত স্থাপনা নেই। কোম্পানিতে বর্তমানে কেপিআই বহির্ভুত গুরুত্বপূর্ণ ১৫ (পনের)টি স্থাপনা রয়েছে। কোম্পানিতে উক্ত স্থাপনাসমূহে নিরাপত্তা বিধানে মোট ১৬ (ষোল) জন আনসার সদস্যসহ এবং ৫৯ (উনপঞ্চাশ) জন নিরাপত্তা প্রহরী নিয়োজিত রয়েছে। স্থাপনাসমূহে ১৫৩ (একশত তিপান্ন) টি অগ্নিনির্বাপন যন্ত্র স্থাপিত রয়েছে যাহার মেয়াদ অক্টোবর ২০২৪ পর্যন্ত বলবৎ আছে। তাছাড়া কোম্পানির প্রধান কার্যালয়, ফৌজদারহাট কার্যালয়, মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সিজিএস, এইচপিডি আরএস (১) এবং এইচপিডি আরএস (২) সহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে। অন্যান্য স্থাপনায় সিসি ক্যামেরা স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। স্থাপনাসমূহে আগত পরিদর্শক ও দর্শনার্থীগণের নাম নিয়মিত স্থাপনায় সংরক্ষিত রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করা হয়। নিরাপত্তা প্রহরী/আনসারগণ মেটাল ডিটেক্টর দ্বারা তল্লাশি কার্যক্রম পরিচালনা করেন। নিরাপত্তা শাখা এবং কোম্পানিতে নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত ইন্সপেক্টর/সুপারভাইজার /পিসি/এপিসিগণ কর্তৃক স্থাপনার নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনা করা হয়। এছাড়া স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার এর পদক্ষেপ স্বরূপ দিনে ও রাতে বিভিন্ন সময়ে সরেজমিনে ও ফোনে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতি সন্তোষজনক।
এসজিসিএল	সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড এর পাইপ লাইনের উপরিভাগ, ডিআরএস, আরএমএস, ভাল্ব স্টেশন, পাইপইয়ার্ড, প্রধান কার্যালয় এবং আবিকা সমূহসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অত্র কোম্পানির গঠিত কমিটির সদস্যবৃন্দ দ্বারা সার্বক্ষণিক তদারকি অব্যাহত রয়েছে এবং সরেজমিনে স্থাপনাসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করা হচ্ছে। উল্লেখ্য সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড এর কোনো কেপিআইভুক্ত স্থাপনা নেই।
আরপিজিসিএল	কক্সবাজারের মহেশখালীস্থ FSRU (PIC/MTS) সাট টার্মিনাল প্রতিনিধিগণ দুরবিন এর মাধ্যমে নিয়মিত কেপিআই স্থাপনা (জিরো পয়েন্ট স্থাপনা) মনিটরিং করে যাচ্ছে। FSRU দুইটির দায়িত্বরত টার্মিনাল প্রতিনিধি (PIC/MTS) এবং আরপিজিসিএল-এর প্রতিনিধিগণ নিয়মিতভাবে কোষ্টগার্ড ও নেভির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে যাচ্ছে। কোষ্টগার্ড ও নেভি নিয়মিতভাবে FSRU ২টি টহল দিয়ে থাকে। এ ছাড়া GTCL এর নিয়ন্ত্রণাধীন মহেশখালীর CTMS স্থাপনা হতে সিসিটিভি'র মাধ্যমে সার্বক্ষণিক মনিটরিং করা হয় এবং আরপিজিসিএল-এর প্রতিনিধিগণ CTMS স্থাপনার সাথেও সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে যাচ্ছে।

বিসিএমসিএল	বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (বিসিএমসিএল) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-এর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও সম্পদ বিভাগের ১(ক) শ্রেণির কেপিআই। কেপিআইভূক্ত অত্র কোম্পানির সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসহ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকার নিরাপত্তার স্বার্থে ০১ জন এস.আই, ০২ জন এ.এস.আই ও ১৭ জন কন্সটেবলসহ মোট ২০ জন আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন) সদস্য রয়েছেন। ১ জন প্লাটুন কমান্ডার, ৩ জন সহকারী প্লাটুন কমান্ডারসহ ৭০ জন অঙ্গীভূত আনসার সদস্য এবং তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে নিয়োজিত ০৪ জন নিরাপত্তা সুপারভাইজারসহ মোট ৫১ জন নিরাপত্তাকর্মী সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করছেন। দেশের সার্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি বিবেচনায় গত ২০-০৭-২০২৪ তারিখ বিসিএমসিএল-তথা কেপিআইভুক্ত অত্র প্রতিষ্ঠানের সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন-এর নেতৃত্বে ৪১ সদস্যের একটি টিম খনি এলাকায় ক্যাম্প স্থাপন করে। নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত কর্মীগণের পাশাপাশি সেনাবাহিনীর সদস্যগণ কেপিআইভূক্ত অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রধান ফটকসমূহে ২৪ঘন্টা সশস্ত্র প্রহরাসহ এক্সপ্লোসিভ হাউজ ও অন্যান্য স্পর্শকাতর প্রতিটি স্থাপনায় নিয়মিত টহল প্রদান করছেন। খনি এলাকায় প্রবেশের সময় আর্চওয়ের মধ্য দিয়ে প্রবেশ এবং দেহ তল্লাশীর জন্য হ্যান্ড মেটাল ডিটেক্টর ও যানবাহন তল্লাশীর জন্য ভেহিক্যাল সার্চ মীরর ব্যবস্থা চালু রয়েছে। কোম্পানির নিরাপত্তার স্বার্থে বর্তমানে ১৪০টি সিসি ক্যামেরা দ্বারা ২৪ ঘন্টা খনি এলাকা মনিটরিং করা হচ্ছে। সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে সারফেসে এবং আন্ডারগ্রাউন্ডে ফায়ার এক্সটিংগুইসার, স্যান্ড বাকেট, ওয়াটার বাকেট, ওয়াটার স্প্রিংলার, ওয়াটার হোজপাইপ ইত্যাদি স্থাপন করে অগ্নি নির্বাপনসহ সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিষয়ে সার্বক্ষণিক নজরদারী রাখা হচ্ছে। এছাড়াও, মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) এবং উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী একজন ব্যবস্থাপক, একজন উপ-ব্যবস্থাপক এবং দুইজন সহকারী ব্যবস্থাপক কোম্পানির সার্বিক নিরাপত্তা কার্যক্রম তদারকি করে থাকেন। নিরাপত্তা কার্যক্রম তদারকির জন্য অভ্যন্তরীণ কেপিআই কমিটি রয়েছে প্রতি মাসে নিয়মিত বৈঠকে মিলিত হয়ে কেপিআই সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম আলোচনা এবং তা বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিশ্চিত করেন।

এমজিএমসিএল	অত্র কোম্পানি একটি ১'ক' শ্রেণির কেপিআই প্রতিষ্ঠান, যার নাম্বার ৬৬। কেপিআই ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে কোম্পানির স্থায়ী নিরাপত্তা প্রহরী, আউটসোর্সড নিরাপত্তা প্রহরী, অঙ্গীভূত আনসার ও রেঞ্জ রিজার্ভ ফোর্স (আর.আর.এফ) পুলিশসহ মোট ১৪৮ জন নিরাপত্তা কর্মীর মাধ্যমে দৈনিক ডিউটি রোস্টার অনুযায়ী ৩ শিফটে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। মোট ৬৭টি আইপি সি সি ক্যামেরার মাধ্যমে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। তাছাড়া ভিজিলেন্স কমিটির সদস্যগণ ও নিরাপত্তা শাখায় নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ নিয়মিত দিবা-রাত্রি টহলের মাধ্যমে কোম্পানির সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা মনিটরিং করছেন। এছাড়াও কোম্পানির কেপিআই নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে অধিকতর জোরদার করার অংশ হিসেবে গত ২১-০৭-২০২৪ তারিখ হতে ৭০ (সত্তর) জন সেনাবাহিনীর সদস্য অত্র কোম্পানিতে দায়িত্ব পালন করছেন।

সভাপতি সভায় বলেন যে, কেপিআই ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে জোর তৎপরতা অব্যাহত রাখতে হবে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) কোম্পানিসমূহের পাইপ লাইনের উপরিভাগের নিরাপত্তাসহ সংস্থা/কোম্পানি'র কেপিআই ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

কার্যব্যবস্থায়ঃ

পরিচালক (প্রশাসন), পেট্রোবাংলা।

সকল কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

৪.২১। **ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের প্রতি নির্দেশনা:**

সভাপতি ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের প্রতি নির্দেশনা সম্পর্কে বলেন যে, কোম্পানিসমূহে চলমান কোনো সমস্যা থাকলে তা সংশ্লিষ্ট কোম্পানির অফিসার্স এসোসিয়েশন এবং সিবিএ এর সমন্বয়ে আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তিনি আরও বলেন যে, ঢাকার বাহিরের কোম্পানিগুলোর ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণ ঢাকায় আসার জন্য যথাযথ ভাবে অনুমোদন নিয়ে আসতে হবে। সভাপতি ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সচেতনতার সাথে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান।

সিদ্ধান্তঃ

(১) ঢাকার বাহিরের কোম্পানিসমূহের ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণ জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কর্মস্থলের বাহিরে অবস্থান করতে পারবেন না এবং তাঁদের কর্মস্থলে অবস্থানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। কোম্পানির উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও মাঠ পর্যায়ের অফিসের কর্মকর্তাগণ বিনা প্রয়োজনে কর্মস্থল ত্যাগ করতে পারবেন না। কোনো কর্মকর্তা ছুটিতে গেলে তার পরিবর্তে অন্য কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

কার্যব্যবস্থায়ঃ

পরিচালক (প্রশাসন), পেট্রোবাংলা।

সকল কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

৪.২২। **হিসাব মনিটরিং:**

সভায় হিসাব মনিটরিং এর নিম্নরূপ তথ্য তুলে ধরা হয়ঃ

কোম্পানির নাম	অগ্রগতি ও বাস্তবায়ন
বাপেক্স	নির্দেশনা মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
বিজিএফসিএল	গত ১৫-০৭-২০২৪ ও ১১-০৯-২০২৪ তারিখে পেট্রোবাংলার প্রতিনিধির সাথে কোম্পানির হিসাব মিলকরণ (Reconciliation) কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

এসজিএফএল	১৮-০৯-২০২৪ তারিখের সভায় পেট্রোবাংলার সাথে কোম্পানির হিসাব মিলকরণ করা হবে এবং অবশিষ্ট কোম্পানি সমূহের হিসাব মিলকরণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
জিটিসিএল	প্রতিপালন করা হবে ।
টিজিটিডিপিএলসি	কোম্পানি আইন, আয়কর আইন, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর বিধান, আইএফআরএস এবং আইএএস এর গাইডলাইন, বিইআরসি'র আদেশ ও পেট্রোবাংলার নির্দেশনাসহ সকল নীতিমালা অনুসরণ করে কোম্পানির হিসাব প্রস্তুত করা হচ্ছে।
বিজিডিসিএল	বিজিডিসিএল কর্তৃক ইতিমধ্যে ০৩ (তিন)টি কোম্পানির সাথে হিসাব মিলকরণ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট কোম্পানিসমূহের সাথে নির্দেশনা মোতাবেক দ্রুততম সময়ে হিসাব মিলকরণ (Reconciliation) কাজ সম্পন্ন করা হবে।
জেজিটিডিএসএল	অত্র কোম্পানির হিসাব মিলকরণ (Reconciliation) কাজ চলমান রয়েছে।
পিজিসিএল	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের খসড়ার চূড়ান্ত হিসাবের অডিট কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর প্রেক্ষিতে পেট্রোবাংলা ও পেট্রোবাংলার আওতাধীন অন্যান্য কোম্পানীসমুহের সাথে পিজিসিএল হিসাবের Reconciliation কাজও চলমান রয়েছে।
কেজিডিসিএল	ইতোমধ্যে পেট্রোবাংলার সাথে কোম্পানির হিসাব মিলকরণ (Reconciliation) সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। আন্তঃ কোম্পানির হিসাব মিলকরণ (Reconciliation) সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
এসজিসিএল	নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
আরপিজিসিএল	IAS, IFRS ও হিসাব সংরক্ষণ নীতিমালা প্রতিপালন করে চূড়ান্ত হিসাব প্রণয়ন করা হচ্ছে।
বিসিএমসিএল	পেট্রোবাংলার সাথে বিসিএমসিএল-এর হিসাব মিলকরণের কাজ চলমান রয়েছে।
এমজিএমসিএল	হিসাব মিলকরণ (Reconciliation) এর কাজ চলমান রয়েছে।

সভাপতি সভায় বলেন যে, কোম্পানির হিসাব মিলকরণ (Reconciliation) দ্রুততম সময়ে শেষ করতে হবে। এ বিষয়ে পরিচালক (অর্থ) বলেন যে, সভাপতির নির্দেশনা মোতাবেক কোম্পানিসমূহের হিসাব মিলকরণ (Reconciliation) এবং পরবর্তী মিটিংসমূহ সুষ্ঠুভাবে এবং দ্রুততম সময়ে করা হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে সভাপতি উক্ত কাজের জন্য পরিচালক (অর্থ)-কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং যেসব কোম্পানির হিসাব মিলকরণ (Reconciliation) বাকি রয়েছে সেগুলো দ্রুততম সময়ে শেষ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) সংস্থাধীন কোম্পানিসমূহের ভেতর যেসব কোম্পানির হিসাব মিলকরণ (Reconciliation) বাকি রয়েছে সেগুলো দ্রুততম সময়ে শেষ করতে হবে।

কার্যব্যবস্থায়ঃ

পরিচালক (অর্থ), পেট্রোবাংলা।

সকল কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

৫। আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

০৩-১০-২০২৪
জনেন্দ্র নাথ সরকার
চেয়ারম্যান

তারিখ: ১৮ আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
০৩ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ২৮.০২.০০০০.০৭২.০১.০০৮.২২.১৮৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। পরিচালক (প্রশাসন), প্রশাসন পরিদপ্তর, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা);
২। পরিচালক (অর্থ), অর্থ পরিদপ্তর, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা);
৩। পরিচালক (অপারেশন এন্ড মাইন্স), অপারেশন ও মাইন্স পরিদপ্তর, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা);
৪। পরিচালক (পরিকল্পনা), পরিকল্পনা পরিদপ্তর, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা);
৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর, কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড;
৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর দপ্তর, রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড;
৭। পরিচালক (পিএসসি), পিএসসি পরিদপ্তর, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা);

৮। ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এঁর দপ্তর, পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড;
৯। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর দপ্তর, সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড;
১০। ব্যবস্থাপনা পরিচালক , ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর দপ্তর, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিঃ (বাপেক্স);
১১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর, গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল);
১২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর দপ্তর, বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (বিসিএমসিএল);
১৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর, বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড;
১৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর , বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড;
১৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর, সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড;
১৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর, জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড;
১৭। ব্যবস্থাপনা পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর, তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এণ্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি;
১৮। ব্যবস্থাপনা পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), ব্যবস্থাপনা পরিচালক- এর দপ্তর, মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড;
১৯। ঊর্দ্ধতন মহাব্যবস্থাপক (এলএনজি সেল), এলএনজি সেল, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা);
২০। মহাব্যবস্থাপক (সংস্থাপন), সংস্থাপন বিভাগ, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা);
২১। মহাব্যবস্থাপক (হিসাব), হিসাব বিভাগ, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা);
২২। মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন), প্রশাসন বিভাগ, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা);
২৩। মহাব্যবস্থাপক (সেবা), সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা);
২৪। মহাব্যবস্থাপক (অর্থ), অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা);
২৫। মহাব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা), নিরীক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা);
২৬। মহাব্যবস্থাপক (ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট), এফ.এম.ডি বিভাগ, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা);
২৭। মহাব্যবস্থাপক (উৎপাদন ও বিপণন), উৎপাদন ও বিপণন বিভাগ, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা);
২৮। মহাব্যবস্থাপক (এনভায়রনমেন্ট এন্ড সেইফটি), এনভায়রনমেন্ট এন্ড সেইফটি বিভাগ, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা);
২৯। মহাব্যবস্থাপক, এনভায়রনমেন্ট এন্ড সেইফটি বিভাগ, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা);
৩০। মহাব্যবস্থাপক (রিজার্ভয়ার এন্ড ডাটা ম্যানেজমেন্ট), রিজার্ভয়ার এন্ড ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা);
৩১। মহাব্যবস্থাপক (ইঞ্জিনিয়ারিং) (অতিরিক্ত দায়িত্ব), ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা);
৩২। মহাব্যবস্থাপক (মাইন অপারেশন), মাইন অপারেশন বিভাগ, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা);
৩৩। মহাব্যবস্থাপক (মিনারেল এক্সপ্লোরেশন এন্ড ইমপ্লেমেন্টেশন), এম.ই. এন্ড আই বিভাগ, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা);
৩৪। মহাব্যবস্থাপক (এলএনজি), এলএনজি সেল, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা);
৩৫। প্রকল্প পরিচালক, এলএনজি সেল, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা);
৩৬। মহাব্যবস্থাপক (প্লানিং এন্ড মনিটরিং), প্লানিং এন্ড মনিটরিং বিভাগ, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা);
৩৭। মহাব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা কৌশল), স্ট্রাটেজিক প্লানিং এন্ড রিসোর্সেস মবিলাইজেশন বিভাগ, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা);
৩৮। মহাব্যবস্থাপক (অনুসন্ধান ও সমীক্ষা প্রকল্প), অনুসন্ধান ও সমীক্ষা প্রকল্প বিভাগ, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা);
৩৯। মহাব্যবস্থাপক (অনুসন্ধান), অনুসন্ধান বিভাগ, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা);
৪০। মহাব্যবস্থাপক (ডেভেলপমেন্ট এন্ড প্রডাকশন), ডেভেলপমেন্ট এন্ড প্রডাকশন বিভাগ, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা);
৪১। মহাব্যবস্থাপক (কন্ট্রাক্ট), কন্ট্রাক্ট বিভাগ, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা);
৪২। উপ-মহাব্যবস্থাপক (ভিজিলেন্স), ভিজিলেন্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা);
৪৩। উপ-মহাব্যবস্থাপক (আইটি), আইটি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা);
৪৪। চেয়ারম্যান-এর একান্ত সচিব, চেয়ারম্যান-এর দপ্তর, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা);
৪৫। ব্যবস্থাপক, আইন ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা);

৪৬। ব্যবস্থাপক, ইন্টারনাল অডিট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা);
৪৭। উপ-ব্যবস্থাপক (সফটওয়ার), আইটি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা);
৪৮। উপব্যবস্থাপক, বিধি ও শৃঙ্খলা শাখা, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা);
৪৯। উপব্যবস্থাপক, কন্ট্রাক্ট বিভাগ, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) এবং
৫০। সহকারী ব্যবস্থাপক, নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলি শাখা, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)।

০৩-১০-২০২৪
রুচিরা ইসলাম
সচিব